BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

Annual Subscription : Rs. 360.00
Single Issue : Rs. 30.00
ISSN : 0017 - 324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৭৩, সংখ্যা ১২ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহ-সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় চৈত্র, ১৪৩০

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
গ্রন্থাগারিক নিয়োগ (সম্পাদকীয়)	৩
বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধু অজয় : স্মৃতিচারণা	৪
জয়দীপ চন্দ বাংলা সূচিকরণ কোড নির্মাণ : কিছু কথা	৭
কাউন্সিল সভা, ৬ই নভেম্বর, ২০২২	১২
কাউন্সিল সভা, ৭ই মে, ২০২৩	১৯
পরিষদ কথা	২৩
গ্রন্থাগার সংবাদ	২৩
গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ	২৪
রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ সংক্রান্ত স্মারকলিপি অধ্যক্ষ্য, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিকট প্রদান করা হয় (১৯.০২.২৪)	২৫
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার, ২০২৩ চূড়ান্ত ফলাফল	২৭
English Abstract (Vol. 73, No. 3, June 2023)	২৯

আপনি কি আপনার গ্রন্থাগারে লাইব্রেরি সফটওয়্যার নেওয়ার কথা ভাবছেন?
ভাবছেন কোন সফটওয়্যার নেব, কার কাছ থেকে নেব, ভবিষ্যতে সাপোর্ট পাব তো?
আরো ভাবছেন সফটওয়্যারের দাম সাধ্যের মধ্যে হবে তো?

আপনাদের সমস্ত সংশয়ের অবসানে এসে গেল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কৃত

কোহা'র কাস্টমাইজড ভার্সান

(সম্পূর্ণ লিনাক্স-এ [উবুন্তু] করা এই সফটওয়্যার গ্রন্থাগারগুলির দৈনন্দিন কাজে অত্যন্ত সহায়ক)

কেন নেবেন আমাদের এই কাস্টমাইজড ভার্সান ঃ

- কারণ, কাস্টমাইজ করেছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
- পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগারগুলির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা হয়েছে
- আমরা 'কোহা কমিউনিটি'র আন্তর্জাতিক সাপোর্ট প্রোভাইডারের তালিকাভুক্ত অন্যতম সংস্থা
- বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যাত্রা শুরু ১৯২৫ সালে, প্রায় ৯০ বছর অতিক্রান্ত এই সংস্থা গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নতিতে দায়বদ্ধ
- একমাত্র আমরাই ধারাবাহিকভাবে 'কোহা'র প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি
- এত কম দামে আর কেউ কোহা সফটওয়্যার কাস্টমাইজ করে দেবে না

যাঁরা এখনো পর্যন্ত আমাদের এই ভার্সান ব্যবহার করছেন তাদের মধ্যে কয়েকটি হল ঃ

গুরুদাস কলেজ, কলকাতা; নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, অশোকনগর; বসিরহাট কলেজ; আই বি এম আর, কলকাতা; কিংস্টোন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট, বারাসাত; এম.আই.পি., বিষ্ণুপুর; কে. বি. লাইব্রেরি, বিষ্ণুপুর; টি. এইচ.কে. জৈন কলেজ, কলকাতা; প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজ, আন্দুল; শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ, কলকাতা; লালগোলা কলেজ, মুর্শিদাবাদ; প্রভৃতি।

আমাদের কাস্টমাইজড ভার্সানের দাম ঃ

সাধারণ গ্রন্থাগার — ১০০০০-১৫০০০ টাকা; বিদ্যালয় গ্রন্থাগার — ১০০০০-২০০০০ টাকা; কলেজ গ্রন্থাগার — ৩০০০০-৩৫০০০ টাকা; বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগার — ৩৫০০০-৪০০০০ টাকা।

আন্তর্জাতিক মানের কোহা আপনার সাধ্যের মধ্যে এনে দিতে পারে একমাত্র
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, যার নামই ভরসা যোগায়।

বিশদে জানতে ফোন করুন ঃ ৯৪৩২২৯৮৭৪৬ বা মেইল করুন ঃ blacal.org@gmail.com

গ্রন্থাগার

বর্ষ ৭৩ সংখ্যা ১২ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহ-সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় চৈত্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

।। গ্রন্থাগারিক নিয়োগ।।

দেখতে দেখতে তিন বছর অতিক্রান্ত। এখনও ৭৩৮টি গ্রন্থাগারিকপদে নিয়োগ সম্পূর্ণ হলো না। গত ১৫.০২.২০২১ তারিখে প্রকাশিত সরকারি নির্দেশনামায় রাজ্যের জেলাগুলিতে ৭৩৮ পদে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের কথা বলা হয়েছিল। গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত পাঠক/পাঠিকা, গ্রন্থাগারপ্রেমী সকলেই স্বস্তি পেয়েছিল এই ভেবে যে কিছু গ্রন্থাগার খোলা হবে। কারণ সকলেই অবগত আছেন ১০০০ এর বেশি গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে আছে এবং প্রায় ৪৫০০ পদ শূন্য। এই অবস্থা থেকে বার হবার জন্য প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার সংগঠন আন্দোলনে সামিল হন এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে ১৫.০২.২০২১ তারিখে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের আদেশনামা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সরকারি ব্যবস্থার নিয়মাবলি মানতে গিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ করা যায় নি। অথচ এই কয়েকবছরে আরও কয়েক হাজার যুবক/যুবতী গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে শিক্ষিত হয়ে চাকরীর পদপ্রার্থী। ইতিমধ্যে কয়েকটি জেলায় নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও বেশি জেলায় নিয়োগপত্র দেওয়া হয়নি। সামনেই লোকসভার নির্বাচন। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গেলে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যাবে। যতদিন না নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হচ্ছে ততদিন আমাদের প্রত্যেককেই অপেক্ষা করতে হবে। আর একটি জিনিস সকলের নজরে এসেছে তা হলো এখনই সবকটি পদে নিয়োগ হচ্ছে না। কারণ নিয়মাবলী মেনে যে কটি জেলায় তালিকা প্রকাশ হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে সবকটি পদের জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায় নি। প্রশ্ন হলো বাকি পদগুলো আবার কবে পূরণ হবে তা প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে পড়ে। সেক্ষেত্রেও দীর্ঘসূত্রতা। সরকারের কাছে আবেদন লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগে নিয়োগ তালিকা প্রকাশ করে নিয়োগ পত্র দেওয়া শুরু করুন। না হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে পরিষদের পক্ষ থেকে কয়েকটি জেলায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে জেলা-গ্রন্থাগার আধিকারিকের কাছে এবং স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। আশাকরি সরকার এদিকে দৃষ্টিপাত করবেন।

একই অবস্থা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়াগের ক্ষেত্রে। সেখানেও বহুদিন যাবৎ কোন গ্রন্থাগারিক নিয়োগ হচ্ছে না। এছাড়াও আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটি হলো পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের অধিকর্তার পদ প্রায়ই পরিবর্তন হয়। যার ফলে নতুন অধিকর্তা কার্যভার গ্রহণ করলে তাকে বর্তমান অবস্থার কথা ওয়াকিবহাল করতে করতেই তার বদলী হয়ে যায়। যারফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। সম্প্রতি (১৯.২.২০২৪) পরিষদের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং স্মারকলিপি প্রদান করা হয় ‘‘রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের’’ ব্যাপারে। মাননীয় অধিকর্তা পরিষদের প্রতিনিধিদের বলেছেন তিনি এব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যাপারে কথা বলবেন। আশাকরি হয়তো অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ হবে। শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগার বহুদিন ধরে বিবেচিত হয়ে আসছে। সেই গ্রন্থাগারকে বাঁচাতে যেমন গ্রন্থ ও তথ্যের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন গ্রন্থাগার কর্মী ও পাঠক/পাঠিকা। সরকারের কাছে অনুরোধ রাজ্যের সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগ করুন বা নিয়োগের ব্যাপারে দৃষ্টি দিন।

বন্ধু অজয় ঃ স্মৃতিচারণা

বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়*

অজয়ের সাথে আমার পরিচয় ১৯৬৬ সালে। অর্থাৎ আজ থেকে ৫৮ বছর আগে। আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (Ancient Indian History & Culture) বিভাগের এম এ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। ওই বিভাগে প্রথম বর্ষে ভর্তি হল অজয় কুমার ঘোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন আন্দোলন ও নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আলাপ অজয়ের সাথে। ওর চরিত্রের একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল ওর মিশুকে, হাসিখুশি, প্রাণচঞ্চল ও লড়াকু স্বভাব। অজয়ের চেহারাটিও ছিল সৌম্যদর্শন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন নানা আন্দোলন লেগেই থাকত। আমাদের আগের বছরে বাংলা বিভাগে পড়তেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি। তাঁদের বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয় থাকত সরগরম। বিভিন্ন আন্দোলন ও লড়াইয়ে অজয় নেতৃত্ব দিতে শুরু করে প্রথম থেকেই। এই প্রসঙ্গে দু'একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন, আমাদের বিভাগকে ডিগ্রি থেকে ডিপ্লোমা কোর্স করে দেবেন। তখন রেজিস্ট্রার গোলাপ রায়চৌধুরীসহ কর্তৃপক্ষের কয়েকজনকে আমরা ঘেরাও করেছিলাম এর প্রতিবাদস্বরূপ। খুব জোরদার আন্দোলন হয়েছিল। অজয় এই আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল। আর একটি বিশেষ ঘটনা হল, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেন, আমাদের বিভাগকে নিয়ে যাওয়া হবে হাজরার একটি ভবনে। বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের পিছনে হাজরা রোডের উপর অবস্থিত ছিল এই ভবনটি। আমাদের তখন ক্লাশ শেষ হতে মাত্র দেড় মাস বাকি। অজয়দের বাকি ছিল অনেকদিন। স্বভাবতই আমরা সবাই প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করলাম এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিল অজয়। ক্লাশ বয়কট করে শতবার্ষিকী ভবনের সিঁড়িতে বসে থাকতাম আমরা দিনের পর দিন। তখন অজয়ের মানসিক দৃঢ়তা, যুক্তিবাদী ও আদর্শবাদী চরিত্রের পরিচয় পেয়েছিলাম। আমাদের প্রধান আপত্তি ছিল কলেজ স্ট্রীটের মূল বিশ্ববিদ্যালয় ভবন থেকে এই বিভাগকে বিচ্ছিন্ন করা। এ ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের নানারকম অসুবিধা ছিল ওখানে যাওয়ার। অজয়ের লড়াকু মনোভাব ও যুক্তিসম্মত প্রতিবাদ আমাদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল অনেকটাই। শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে আলোচনায় বসেন। যদিও তাঁদের সিদ্ধান্ত পালটানো যায় নি, তবু তাঁরা আমাদের অনেক দাবিদাওয়া মেনে নিয়েছিলেন। এটি সম্ভব হয়েছিল অজয়ের নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলে। কর্তৃপক্ষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রীট ক্যাম্পাস থেকে গাড়ি ছাড়ার ব্যবস্থা করেন হাজরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। গ্রন্থাগারের সুবিধাসহ অন্যান্য বেশ কিছু দাবি পূরণ হয়েছিল। ওখানে আমাদের গ্রন্থাগারিক ছিলেন তুষার সান্যাল। পরে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে যোগ দেন অমলেন্দু রায়। ওই ভবনে আগে থেকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগটি ছিল, যেখানে সুব্রত মুখার্জি (মন্ত্রী ও মেয়র) পড়তেন। তিনি অজয়ের ব্যাচমেট ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আদর্শগত বিরোধও হয়েছিল।

১৯৬৬-৬৭ সাল থেকেই কলেজ স্ট্রীট উত্তাল হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন আন্দোলনে। ফলে আমাদের ১৯৬৭ সালের পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত হয়েছিল ১৯৬৮ সালে। সেই বছর থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষা এক বছর করে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছিল। অজয়ের ১৯৬৮ সালের পরীক্ষা হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। যদিও ওর সার্টিফিকেটে ১৯৬৮ সালই লেখা আছে।

১৯৬৯-৭০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ উন্নীত হয় ডিপ্লোমা থেকে ডিগ্রি কোর্সে। অর্থাৎ ডিপ লিব থেকে হয় বি লিব। অজয় এখানে আমার সতীর্থ। আরও দু'জন সতীর্থ হল শ্যামল রায়চৌধুরী ও কল্প মজুমদার। অনেকের মধ্যে এদের কথা আলাদা করে বললাম, কারণ এক সময়ে আমরা চারজনই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে পড়াতাম। গর্ব করে বলতাম, একই ক্লাশের চারজন পড়াচ্ছি এইরকম নজীর বোধহয় আর নেই। বি লিবে অজয় ও আমি একই সেকশনে ছিলাম।

* দূরভাষ - ৯৮৩০২ ৬১১৬০

অজয় অত্যন্ত মেধাবী ছিল। আপাতদৃষ্টিতে পড়ত কম। জানত অনেক বেশি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্স পড়া ছিল বলে ও সব বিষয়েই পারদর্শী ছিল। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগেও বিভিন্ন আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অজয়ের প্রধান ভূমিকা ছিল।

অজয়ের সাংগঠনিক পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ। সবাইকে নিয়ে কি ভাবে চলতে হয়, সংগঠনকে কি রকম ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় সেই গুণগুলি দেখেছি অজয়ের মধ্যে। ওর আদর্শ, মানবিকতা, মেরুদণ্ড সোজা করে চলা ও স্পষ্টবাদিতা ওকে এক অবিসংবাদী নেতৃত্বে উন্নীত করেছিল। ওর লড়াকু মনোভাব সবাইকে উদ্বুদ্ধ করত। আমরা অনেক কিছু শিখেছি অজয়ের কাছ থেকে।

অজয় ছিল তখনকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন তুখোড় বামপন্থী ছাত্রনেতা। ও সিনেটে বক্তৃতা দিয়েছিল প্রথম ছাত্রনেতা হিসাবে। বিভিন্ন আন্দোলন ও দাবিদাওয়া আদায়ের বিষয়ে অজয়ের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মজীবনে অজয় প্রথমে কাশীপুর গান অ্যাণ্ড শেল কারখানার গ্রন্থাগারে যোগদান করে। তারপর ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে কাজ করে। পরিশেষে যোগদান করে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউট-এ। এখানে কর্মরত অবস্থাতেও অজয় তার নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। এখানকার কর্মচারী সংগঠনে ওর অবদান অনস্বীকার্য। কর্মক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট ও প্রিয় নেতা হয়ে উঠেছিল অজয়।

অবসর গ্রহণের পর অজয় এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করে সাফল্যের সঙ্গে। ও এশিয়াটিক সোসাইটির আজীবন সদস্য ছিল। জাতীয় পাণ্ডুলিপি মিশন-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথেও যুক্ত ছিল অজয়। ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিল।

গ্রন্থাগার বৃত্তির সাথে যুক্ত না থাকলেও অজয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। ১৯৬৬ সালে ও সার্টিফিকেট কোর্স পড়তে আসে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে সেই যোগাযোগ অটুট ছিল। পরিষদের আন্দোলন, জাতীয় গ্রন্থাগারের আন্দোলন ও সর্বোপরি বৃহত্তর গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে অজয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন ছাত্রদরদী শিক্ষক ছিল অজয়। ওর প্রখর স্মৃতিশক্তির জন্য ও প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর নাম ও তাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য জানত। অনেকদিন বাদে দেখা হলেও অজয় বলতে পারত সেই ছাত্র বা ছাত্রীটির নাম, কবে পড়েছিল ইত্যাদি। এই গুণটি সত্যি বিরল! ও সবার সাথেই বন্ধুর মত মিশত। ওর মধুর ব্যবহার ওকে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। তারা অজয়কে খুব শ্রদ্ধা করত।

অজয়ের লেখার হাত ছিল অসাধারণ। জ্ঞানও ছিল বিভিন্ন বিষয়ে। সবকিছুই গভীরভাবে বিশ্লেষণ করত। ওর হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে অজয়ের লেখা ওই পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছিল। পত্রিকাটিকে অনেক উচ্চ স্থানে নেওয়ার প্রয়াস করেছিল অজয়।

অজয়ের রসবোধের পরিচয় পেয়েছি বিভিন্ন সময়ে। একটি ঘটনার কথা বলি। এম এ-তে আমি সিনিয়র হওয়ার দরুণ অজয় আমাকে 'দিদি' ও 'আপনি' সম্বোধন করত। আমি ওকে নাম ধরে ডাকতাম ও 'তুমি' বলতাম। ওর অবসর গ্রহণের সময় দেখা গেল ও আমার থেকে এক বছরের বড়। অজয় বলেছিল, 'তাহলে আমি আপনাকে দিদি বলি কেন?' আমি বলেছিলাম, 'তুমি আমার জুনিয়র ছিলে তাই'। ও খুব মজা করেছিল ব্যাপারটি নিয়ে। কিন্তু ও আমাকে সবসময় দিদির সম্মান করে গেছে। এইখানেই অজয়ের মহানুভবতা!

অজয়ের বড়দা (জেঠতুতো দাদা) অজিত কুমার ঘোষ ও বৌদি দিপালী ঘোষ জাতীয় গ্রন্থাগারে আমার সিনিয়র সহকর্মী ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ, অজিতবাবু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন। অজয় দাদা-বৌদির খুব প্রিয় পাত্র ছিল। দিপালীদির বন্ধুর মত ছিল ও। দিপালীদির কাছে অজয় ও ওর পরিবারের বিষয়ে অনেক গল্প শুনেছি। তাই সকলের সাথে পরিচয় না থাকলেও প্রায় সবাইকে চিনতাম। অজয়ের বাবা অজিতবাবুকে নিজের বড় ছেলের মত দেখতেন। অজয়ের মেয়ে অভিরূপা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে আমার ছাত্রী। ওর স্ত্রী নমিতাকেও চিনি বহু বছর ধরে। ওর পরিবারের সাথে আমার যোগাযোগ অনেক দিনের। অজয় আমাদের পারিবারিক বন্ধু হয়ে উঠেছিল। আমাদের বাড়িতেও এসেছে অনেকবার। প্রয়োজন হলেই ওর সাথে পরামর্শ করতাম বিভিন্ন বিষয়ে।

অজয় যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল তখনও ওর অদম্য মনোভাবে এতটুকুও চিড় ধরে নি। শরীর খারাপ নিয়েও ট্যাক্সি

করে বিভিন্ন মিটিং-এ আসত। বাড়িতে বসেই 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রুফ দেখে দিত। ওই পত্রিকার লেখাগুলি পড়ে 'তিনকড়ি দত্ত পুরস্কার'-এর জন্য শ্রেষ্ঠ লেখাটি বেছে দিয়েছিল। এমনই ছিল ওর দায়িত্বজ্ঞান। সক্রিয়ভাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারছে না বলে সবসময় খুবই মনোবেদনায় ভুগত। তাই অসুস্থ শরীর নিয়েও যথা সম্ভব কাজ করে যেত। হোয়াটস্ অ্যাপে বিভিন্ন মন্তব্য করত। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাকুলতা ওর মনে কাজ করত। মনপ্রাণ দিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ভালবাসত। ২০২১ সালের ২০ ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস'-এর অনুষ্ঠানে অজয়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অসুস্থ শরীর নিয়েও এসেছিল সেই অনুষ্ঠানে।

অভিরূপা অজয়ের ৭৫ বছর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি ভিডিও তৈরি করেছিল ইউটিউবে। সেখানে আমিও দু'চার কথা বলেছিলাম অজয়ের সম্বন্ধে। অসুস্থ অবস্থায়ও অজয়ের সারাদিন আনন্দে কাটত ওর দাদানকে (নাতি) নিয়ে। নাতির আঁকা ছবি পাঠাত। ফোনে নাতির কথা বলত।

হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেও নিয়মিত কথা হত আমার সাথে হোয়াটস্ অ্যাপে। কি চিকিৎসা চলছে, কবে ছাড়বে — সব খবর দিত। দেশ ও দশের বিষয়ে বিভিন্ন লেখা, ছবি ও ভিডিও আদান-প্রদান হত। ওর মন্তব্যগুলি ছিল খুবই বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত। চিন্তাশক্তি খুবই প্রখর ছিল সেই সময়েও।

করোনার সময় অখণ্ড অবসরে একটু আঁকতে শুরু করেছিলাম। অজয়কে সব পাঠাতাম। ও আমাকে খুব উৎসাহিত করত ও তারিফ করত। ওর মন্তব্যগুলি আমাকে অনুপ্রাণিত করত। ওইগুলি আমার কাছে সম্পদ হয়ে আছে।

৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, শুক্রবার, আমি ও পাপড়ি গিয়েছিলাম অজয়ের সাথে দেখা করতে। বহুক্ষণ ধরে গল্প হল, ফটো তোলা হল। মানুষ ভালবাসত অজয়। কেউ গেলে খুব খুশি হত।

আমাদের সামনাসামনি শেষ দেখা হয়েছিল ১৩ মে ২০২৩, শনিবার। সেইদিন অরুণ রায়, বিশ্ববরণ গুহ ও আমি গিয়েছিলাম অজয়ের বাড়িতে। অজয় অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল আমাদের, বিশেষভাবে অরুণবাবুকে দেখে। অনেক গল্প হয়েছিল সেদিন।

২০ মে পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে অজয় হোয়াটস্ অ্যাপে লেখালেখি করেছিল আমার সাথে। ২৬ মে বাড়ি এল। বেশ হাসিখুশি ছিল তখন। ২৭ মে হঠাৎ পড়ে যাওয়াতে ই ই ডি এফ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্রেন হেমারেজ হওয়াতে ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স'-এ নেওয়া হয়। ২৮ মে ২০২৩, রবিবার, ভোর প্রায় তিনটে নাগাদ অজয় চলে গেল।

আমাদের দুর্ভাগ্য, গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক অগ্রণী নেতাকে আমরা হারালাম যার মননে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাসনা সর্বদা জাগ্রত থাকত। আমরা বঞ্চিত হলাম অজয়ের কাছ থেকে আরও অনেক কিছু পাওয়া থেকে।

অজয়কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই! এই রকম একজন বন্ধু পাওয়া দুর্লভ!

TI
TECTONICS INDIA (SSI Unit)
Regd. Off.: 17/8/6/2 Canal West Road, Kolkata-9
Mob. : 9831845313, 9339860891, 9874723355,
Ph.: 2351-4757 / 2352-5390 / 7044215532
Email : tectonics_india@yahoo.co.in
Website : www.tectonicsindia.co.in

* Library Equipments/ Materials
* All type laboratory manufacturer (Chemistry, Geography, Botany etc.)
* MFG.: Library Rack, Almirah, Newspaper, Paper Stand, Fumigation chamber, Periodical display board, Catelogue, Card Cabinet, Wooden & Steel Bench. Reading Table Book Trolly etc.

Conference / Seminar Hall / Dias and seating arrangement
Compact hall construction / all interior for the institution.

বাংলা সূচিকরণ কোড নির্মাণঃ কিছু কথা

জয়দীপ চন্দ*

গ্রন্থাগারিক, গুরুদাস কলেজ, কলকাতা

ভূমিকা:

সূচি প্রস্তুত করার সময় কোন সংলেখে বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মবিধি থাকা প্রয়োজন। এই নিয়মবিধি সম্বলিত বই-ই হল সূচিকরণ সংহিতা বা সূচিকরণ কোড। বস্তুত নিয়মবিধি অনুসরণ করে প্রস্তুত সূচি হল সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সূচি এবং কোন নথি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এবং একজন পাঠক যতভাবে কোন নথিকে খোঁজ করতে পারেন তার সমস্তগুলোই একটি সংলেখে অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে একই নিয়মে সূচি তৈরি করা হলে তা ব্যবহারকারীদের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক হয় এবং তারা এই ধরনের সূচি দেখতে অভ্যস্থ হয়ে যান। বিভিন্ন সংলেখের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান বা বিভিন্ন সময়ে করা একই ধরনের সংলেখের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান কোন সূচিকরণ কোড নির্দেশিত নিয়ম অনুসরণ করে সংলেখ প্রস্তুত করলে কেবলমাত্র সম্ভবপর হয়। সূচিকরণ কোড না থাকলে সূচিকারকদের সূচিকরণের প্রতি ক্ষেত্রে অত্যন্ত অসুবিধার সঙ্গে কাজ করতে হত এবং প্রস্তুত সংলেখগুলোর মধ্যে আদৌ কোন সামঞ্জস্য থাকত না। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে প্রস্তুত সূচিগুলোর মধ্যে কোন সমতা থাকত না। তাই সূচিকরণ কোড কোন নথির সূচি প্রস্তুতিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সূচিকরণ কোডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

১৯৪১ সালে পানিজির ব্রিটিশ মিউজিয়াম কোডের (The British Museum Code of ninety-one rules) মধ্য দিয়ে সূচিকরণ কোডের সূচনা হয়। সেই থেকে বিভিন্ন ধরনের কোড প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৭৬ সালে কাটারের 'রুলস ফর এ ডিকশনারি ক্যাটালগ' (Rules for a dictionary catalogue), ১৯০৮ সালে 'অ্যাংলো আমেরিকান কোড' (Anglo-American Code), ১৯৩১ সালে 'ভ্যাটিকান কোড' (Vatican Code), ১৯৪৯ সালে 'আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন কোড' (American Library Association Code) ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কোডের উদাহরণ। ভারতীয় কোডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত রঙ্গনাথনের 'ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগ কোড' (Classified Catalogue Code) বা সিসিসি এবং বিদেশি কোডের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য কোড ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত 'অ্যাংলো-আমেরিকান ক্যাটালগিং রুলস' প্রথম সংস্করণ (Anglo-Americal Cataloguing Rules বা AACR1) এবং ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত 'অ্যাংলো-আমেরিকান ক্যাটালগিং রুলস' এর দ্বিতীয় সংস্করণ (Anglo-American Cataloguing Rules বা AACR2) বা এএসিআর ২। এএসিআর ২ কোডের পরবর্তীকালে আরো একাধিকবার পরিমার্জন হয়, ১৯৮৮ সালে, ১৯৯৮ সালে, ২০০২ সালে (যা ২০০৫ সালে সাম্প্রতিকীকরণ করা হয়) যে গুলোকে বলা হয় এএসিআর ২ আর। সিসিসি-র দীর্ঘদিন ধরে কোন পরিমার্জন হয়নি, কিন্তু সেই তুলনায় এএসিআর ২আর মোটামুটিভবে সাম্প্রতিক। তাই সূচিকারকদের এখন এএসিআর ২আর কোডই ভরসা।

সূচিকরণ কোডের প্রকারভেদ — কেস কোড আর কন্ডিশন কোড:

সূচিকরণ কোড দু'প্রকার। যে কোডে বিভিন্ন ধরনের নথি সংক্রান্ত নিয়মবিধি বর্ণনা করা রয়েছে তাকে বলা হয় 'কেস কোড' বা বিভিন্ন ধরনের নথি সম্পর্কিত কোড। 'কেস' অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের নথি। আর 'কন্ডিশন' হল বিভিন্ন ধরনের সূচিকরণগত অবস্থা বা শর্ত যা এইসব বিভিন্ন ধরনের নথির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, বই, সাময়িকপত্র, পাণ্ডুলিপি, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নথি। যে কোডে এই ধরনের বিভিন্ন নথি সংক্রান্ত নিয়মবিধি থাকে তা হল 'কেস কোড'। আর একজন লেখক, মিশ্র দায়িত্ব, যৌথ দায়িত্ব, ইত্যাদি সংক্রান্ত নিয়মবিধি যে কোডে থাকে তা হল 'কন্ডিশন কোড'। এএসিআর ২ হল একটি কন্ডিশন কোড।

সূচিকরণ কোডের স্তর (Levels of Catalogue Code):

সূচিকরণ কোডের চারটি স্তর রয়েছে। এটা দেখা গেছে যে কোন একটি সাধারণ কোডের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের সূচিকরণগত সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। কিছু সাধারণ বিধি থাকা প্রয়োজন যা সবধরনের সূচিকরণগত সমস্যার একটা প্রাথমিক দিকনির্দেশ করবে। বিভিন্ন ধরনের নথির জন্য এবং

* দূরভাষ - ৯৪৩২২ ৯৮৭৪৬

বিভিন্ন ভাষার নথির জন্য দরকার কিছু অতিরিক্ত বিধি। স্থানীয় গ্রন্থাগার তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে পরিষেবা দেবার জন্য প্রয়োজন কিছু বিশেষ বিধির। তাই এইসব চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের কোড বা একই কোডের বিভিন্ন স্তর। এই স্তরগুলো হলঃ (১) সার্বিক সূচিকরণ কোড (Universal Catalogue Code) — সব ধরনের নথির ক্ষেত্রে ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের সাধারণ নিয়মাবলির যে কোডে রয়েছে তাকে বলা হয় সার্বিক সূচিকরণ কোড। যেমন এএসিআর ২আর কোডের প্রথম পরিচ্ছেদ। (২) প্রলেখ প্রকরণ কোড (Embodiement Oriented Catalogue Code) — প্রত্যেক প্রকার নথির জন্য তাদের প্রকৃতিগত/বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক নিয়মাবলি সম্বলিত কোডকে বলে প্রলেখ প্রকরণ কোড। যেমন এএসিআর ২আর কোডের পরিচ্ছেদ ২-১২। (৩) ভাষাগত সূচিকরণ কোড (Linguistic Catalogue Code) — প্রকাশনার ভাষাগত পার্থক্যের জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলি সম্বলিত কোডকে বলে ভাষাগত সূচিকরণ কোড। যেমন এএসিআর ২ কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার ভাষাগত সূচিকরণ কোড। (৪) স্থানীয় গ্রন্থাগার সূচিকরণ কোড (Local Library Catalogue Code) —স্থানীয় গ্রন্থাগারের নিজস্বতার জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়মাবলি সম্বলিত কোডকে বলে স্থানীয় গ্রন্থাগার সূচিকরণ কোড। যেমন এএসিআর ২আর কোড তার ভূমিকার ০.৯ বিধিতে স্থানীয় গ্রন্থাগার সূচিকরণ কোডকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সূচিকরণ কোড নির্মাণ:

কোড সূচিকরণ কোড প্রস্তুতির আগে কি ধরনের কোড প্রস্তুত হচ্ছে তা নির্ধারণ করতে হবে অর্থাৎ নতুন কোডের পরিধি নির্ধারণ করতে হবে। এই পরিধির মধ্যে পড়ছে, কি ভাষায় কোডটি রচিত হচ্ছে সেই ভাষা, কোড স্তরের জন্য কোডটি নির্মিত হচ্ছে সেই স্তর এবং কোন ধরনের গ্রন্থাগারের জন্য কোডটি রচিত হচ্ছে তার নির্ধারণ। এছাড়া আরেকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যেসব মূল নীতি অনুসরণ করে কোডটি রচিত হচ্ছে তা কোড রচনার আগে নির্ধারণ করতে হবে।

সূচিকরণ কোডের নির্মাণ পদ্ধতি জানা আবশ্যক:

নতুন কোন সূচিকরণ কোড প্রস্তুতির আগে কোড প্রস্তুতির নির্মাণ প্রণালী সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন নিয়ম প্রয়োগের ব্যাপারে এই সংক্রান্ত মূল নীতি জানা থাকলে নিয়মগুলো সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়। কোড প্রস্তুতির নির্মাণ প্রণালী জানা থাকলে নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের পরিপ্রেক্ষিতে সূচিকরণ কোডকে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা সম্ভবপর হয়। এছাড়াও কোডে ব্যবহৃত নিয়মাবলির সঠিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হলে সেগুলোকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয়।

সূচিকরণ কাজের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে:

সূচিকরণ করার সময় একজন সূচিকারককে বাস্তবধর্মী মতবাদকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত A.D. Osborn-এর 'Cricis in Cataloguing' প্রবন্ধটি সূচিকরণ কাজের সময় যথাযথভাবে মনে রাখতে হবে। একজন সূচিকারককে সবসময় আইনগত মতবাদ (Legalistic Theory), পঞ্জিয় মতবাদ (Bibliographic Theory), নিখুঁতীকরণ মতবাদ (Perfectionist Approach)-এর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বাস্তবধর্মী মতবাদকে (Paramatic Approach)-কে গুরুত্ব দিতে হবে।

সূচিকরণ কোডের উপবিভাগসমূহ:

সূচিকরণ কোড নির্মাণের আগে এর উপবিভাগসমূহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কোন সূচিকরণ কোডে পাঁচটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপবিভাগ বর্তমানঃ ১) কার্যকরী ধারণার শব্দভান্ডার (Technical terminology), ২) বিভিন্ন নীতিসমূহ (Principles), ৩) এইসব নীতিসমূহকে নির্ভর করে গড়ে ওঠা নিয়মাবলিসমূহ (Rules), ৪) নির্দিষ্ট উদহরণসমূহ (Demonstrations) এবং ৫) নিয়মাবলির ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণসমূহ (Interpretations)।

এএসিআর ২আর অবলম্বনে নতুন কোড:

সূচিকরণ কোডের ক্ষেত্রে যেহেতু সাম্প্রতিকতম কোড এএসিআর ২আর, তাই এই কোডকে অবলম্বন করেই নতুন কোড প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়। কোডকে অবলম্বন অর্থাৎ কোডের মূল কাঠামো, বিভাগ-উপবিভাগ, বিভিন্ন নিয়মবিধি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করতে হবে। যেহেতু এএসিআর ২আর ভাষাগতভাবে একটি ইংরেজি ভাষাগত কোড, তাই বাংলায় কোড রচনার ক্ষেত্রে এই কোডের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, সংযোজন, বিয়োজন করে নিতে হবে। কোড রচনার সময় এর পরিধি নির্ধারণ করতে হবে — এএসিআর ২আর এর মতো সমস্ত নথির জন্য এই কোড প্রস্তুত হবে নাকি সীমাবদ্ধ কিছু

নথির জন্য, যেমন, গ্রন্থ, পুথি, সাময়িকপত্র ইত্যাদির জন্য এই কোড রচিত হবে তা শুরুতেই নির্ধারণ করা দরকার।

এএসিআর ২আর একটি অসম্পূর্ণ কোড:

এখন সমস্যা হল, এএসিআর ২আর কোড তো অনুসরণ করা হবে, কিন্তু এই কোড একটি অসম্পূর্ণ কোড। এই কোডে বিষয় শিরোনাম সম্বন্ধে কিছু বলা নেই, সংলেখ বিবরণী (Tracing) কি করে করা কোথায় করা হবে এই সংক্রান্ত কোন দিকনির্দেশ নেই, ডাক সংখ্যার কথা বলা নেই, এমনকি সংলেখসমূহের (Filing rules) নিয়েও কিছু বলা নেই। যেহেতু এএসিআর ২আর কোডে বিষয় শিরোনামের উল্লেখ নেই, তাই এই কোড কেবলমাত্র পরিচিত নথি (Known document) অনুসন্ধানে সহায়ক, অপরিচিতি নথি (Unknown document) অনুসন্ধানে নয়। নতুন কোডে কিন্তু এই ধরনের অসম্পূর্ণতা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই নতুন কোড প্রস্তুতির এএসিআর ২আর কোডের এইসব অসম্পূর্ণতার যথাযথ সমাধান করতে হবে বা সঠিক দিকনির্দেশ করতে হবে।

সূচিকরণ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ:

সূচিকরণ করার সময় বা সংলেখ প্রস্তুত করার সময় নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে:

১) প্রদত্ত নথিটিকে বর্গকার ও সূচিকারকের দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথ পর্যবেক্ষণ করতে হবে

২) নথিটির সূচিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সূচিকরণ শর্ত (Cataloguing Condition) নির্ধারণ করতে হবে

৩) কোডে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট নিয়মবিধির সঙ্গে নথিটির সূচিকরণ শর্তের যোগসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে

৪) নির্ধারিত নিয়মবিধিটি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং সেই গ্রন্থাগারের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে হবে

৫) সূচিকরণের জন্য বিভিন্ন উপাত্তসমূহ প্রদত্ত নথিটি থেকে নির্বাচন করতে হবে

৬) নির্বাচিত উপাত্তসমূহকে কোডে বর্ণিত নিয়মবিধি প্রয়োগ করে সজ্জিত করতে হবে (rendering)

৭) উপাত্তসমূহকে লিপিবদ্ধ করতে হবে

৮) ডাক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে

৯) বিষয় শিরোনাম নির্বাচন করতে হবে

১০) সংলেখ বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে

বাংলা পরিভাষার সমস্যা:

যেহেতু এএসিআর ২আর কোড অবলম্বন করে বাংলায় নতুন সূচিকরণ কোড প্রস্তুত করতে হবে, তাই কোডে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের যথাযথ বাংলা পরিভাষা নির্বাচন করতে হবে এবং শুধু তাই নয়, নির্বাচিত বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে ঐক্যমত্যে আসতে হবে। বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ থাকলেও সূচিকরণের একাধিক শব্দের যথাযথ পরিভাষার অভাব অনেকাংশেই পরিলক্ষিত হয়। কোড প্রস্তুতির আগে এই সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, এএসিআর ২আর কোডে বর্ণিত নিয়মবিধির বাংলা তর্জমা করার সময় এই পরিভাষা বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং প্রতিটি নিয়মবিধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাংলা নথির যথোপযুক্ত উদাহরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

প্রকাশনাকালীন সূচিকরণ (Cataloguing In Publication) ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউণ্ডেশন:

বেশ কিছু বছর আগে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিতব্য বাংলা বইয়ের আখ্যাপত্রের পিছনের পাতায় সেই বইয়ের সূচি মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কাজ হয়ত কিছুটা এগিয়েওছিল, কিন্তু তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বাংলা বইয়ের সূচিকরণে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হত।

এএসিআর ২আর কোডে বিবরণ/বর্ণনার আটটি অঞ্চল:

এএসিআর ২আর কোডে বর্ণনার আটটি অঞ্চল রয়েছে — ১) আখ্যা ও দায়িত্বের বর্ণনা, ২) সংস্করণ, ৩) উপাদান ও প্রকাশনার ধরন, ৪) প্রকাশন, পরিবেশনা, ইত্যাদি, ৫) আকারগত বিবরণ, ৬) গ্রন্থমালা, ৭) টীকা, এবং ৮) প্রামাণ্য সংখ্যা ও প্রাপ্যতার শর্তাবলি। নতুন কোডে বর্ণনার এই আটটি অঞ্চলকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

সূচিকরণ সংলেখে ব্যবহৃত অনুচ্ছেদ ও মাত্রাসমূহ (Paragraphing & Indention):

সূচিকরণ সংলেখ প্রস্তুতির সময়ে এএসিআর ২আর কোড বর্ণিত বিবরণ/বর্ণনার অংশে আটটি অঞ্চল (Eight

Areas of Description) কি একটি অনুচ্ছেদে লিখতে হবে নাকি একাধিক অনুচ্ছেদে লেখা হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। সাধারণত, বিবরণের প্রথম থেকে চতুর্থ অঞ্চল প্রথম অনুচ্ছেদে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঞ্চল দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে, সপ্তম অঞ্চল তৃতীয় অনুচ্ছেদে এবং অষ্টম অঞ্চল চতুর্থ অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ হয়। আবার এই কোড অনুযায়ী যখন আখ্যা দিয়ে প্রধান সংলেখের শিরোনাম প্রস্তুত করা হয় (যেমন তিনের বেশি লেখকের ক্ষেত্রে বা যখন লেখক নাম নেই সেই সময়ে বা লেখকের জায়গায় সম্পাদক, অনুবাদক, ইত্যাদি থাকলে) তখন অনেক বইতে একটি কাল্পনিক তৃতীয় মাত্রা (Imaginary Third Indention) বা ঝুলন্ত মাত্রা (Hanging Indention) অনুসরণ করা হয়। কিন্তু এই কোড বর্ণিত পথে চললে আগে বিবরণের বা বর্ণনার অঞ্চলের তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করতে হয় তারপরে সংলেখের শীর্ষক বা প্রবেশপত্র নির্বাচন করতে হয় — ঝুলন্ত মাত্রার সুযোগ নেই। তাই কোড রচনার পূর্বে এই সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন।

এএসিআর ২আর কোডে বিবরণ/বর্ণনার তিনটি স্তর:

এএসিআর ২আর কোডে বর্ণনার তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরে থাকবে নথির আখ্যা ও লেখকের নাম, সংস্করণ, উপাদান ও প্রকাশনার ধরন, প্রথম প্রকাশক ও প্রকাশনার তারিখ, পৃষ্ঠা সংখ্যা টীকা এবং প্রামাণ্য সংখ্যা। দ্বিতীয় স্তরে থাকবে নথির আখ্যা, সাধারণ উপাদান, সমান্তরাল আখ্যা, অন্যান্য আখ্যা ও সমস্ত লেখকের নাম, সংস্করণ ও সংস্করণের দায়িত্বের বর্ণনা, উপাদান ও প্রকাশনার ধরন, প্রথম প্রকাশনার স্থান, প্রথম প্রকাশক ও প্রকাশনার তারিখ, পৃষ্ঠা সংখ্যা, অন্যান্য বর্ণনা, মাপ, গ্রন্থমালা ও এর দায়িত্বের বর্ণনা, গ্রন্থমালা সংখ্যা, টীকা এবং প্রামাণ্য সংখ্যা। এএসিআর ২আর কোডে বর্ণিত নিয়মবিধি অনুসরণ করে দ্বিতীয় স্তরের থেকেও অতিরিক্ত তথ্য সম্বলিত বিবরণ হল বর্ণনার তৃতীয় স্তর। আর যেহেতু এএসিআর ২আর কোড একটি অসম্পূর্ণ কোড তাই এর অসম্পূর্ণতা দূর করে বিবরণে বাকি তথ্য প্রদান করাকে নতুন কোডে বলা যেতে পারে ৩+ বা তিন এর অধিক স্তর।

বিকল্প প্রবেশপথ নাকি মুখ্য সংলেখ ও অতিরিক্ত সংলেখ:

এএসিআর ২আর কোডে মুখ্য সংলেখ ও অতিরিক্ত সংলেখ সংক্রান্ত নিয়মবিধি বর্ণিত থাকলেও এই কোডের নীতিসমূহের যথাযথ বিশ্লেষণ করে বিকল্প প্রবেশপথ পদ্ধতিও অনুসরণ করা যেতে পারে। এই প্রবেশপথ অনুসরণ করার সুবিধা হল এখানে কোড বর্ণিত বিধি অনুসরণ করে মুখ্য সংলেখ ও অতিরিক্ত সংলেখ নির্বাচন করার প্রয়োজন হয় পড়েনা। মুখ্য সংলেখ ও অতিরিক্ত সংলেখ না থাকায় সংলেখ বিন্যাসের সুবিধা হয়। সূচিকরণে সময় বাঁচে। একথা বাস্তব যে, পাঠকদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন সংলেখ কি ধরনের সংলেখ তা একেবারেই মূল্যহীন। তাদের অন্বেষণ কোন সংলেখের শীর্ষকে অবস্থিত নির্দিষ্ট শব্দকেন্দ্রিক, মুখ্য সংলেখ বা অতিরিক্ত সংলেখ কেন্দ্রিক নয়। তাই নতুন কোড রচনার ক্ষেত্রে বিকল্প প্রবেশপথের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

মার্ক ২১ ও বাংলা সূচিকরণ কোড:

এএসিআর ২আর কোড অনুসরণ করে নতুন বাংলা কোড প্রস্তুত কর হলেও কম্পিউটার সূচির বিষয়টিতে যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কারণ আধুনিক যুগে গ্রন্থাগারের কাজকর্ম কম্পিউটার ছাড়া প্রায় অচলই বলা যেতে পারে। আর কম্পিউটার সূচি প্রস্তুতিতে মার্ক ২১ ফরম্যাট অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নতুন কোডের নিয়মবিধি প্রস্তুত করার সময় মার্ক ২১ ফরম্যাটের বিভিন্ন ট্যাগ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। নতুন নিয়মবিধি এমন হবে তা যেন কম্পিউটার সূচির ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায়। তাহলেই তা সর্বাপেক্ষা সময়োপযোগী হবে।

সিদ্ধান্ত সারণি (Decision Table) নির্মাণ:

দৈনন্দিন সূচিকরণের কাজে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সিদ্ধান্ত সারণি নির্মাণ। সূচিকরণের কাজের বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্ত এই সারণিতেই লিপিবদ্ধ রাখা হয়। এই সিদ্ধান্ত সারণি অনুসরণ করেই বিভিন্ন সময়ে সূচিকরণের কাজে সামঞ্জস্যতা আসে। সূচিকরণের সময় যদি কোন সংশয়ের উদ্রেক হয় তা এই সিদ্ধান্ত সারণি দেখেই সমাধান সূত্র প্রাপ্ত হয়। তাই কোন সূচিকরণ কোডের সংশোধন বা পরিমার্জনে বা নতুন কোড রচনাতে সিদ্ধান্ত সারণিতে গুরুত্ব অপরিসীম।

উপসংহার:

বাংলা নথির সূচিকরণে বাংলা সূচিকরণ কোড আবশ্যিক। আর এই সূচিকরণ কোড নির্মাণ অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে করা বাঞ্ছনীয়। কোড নির্মাণে দরকার নির্মাণ প্রণালী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। আর নির্মিত কোড এএসিআর ২আর

কোডের অনুসরণে প্রস্তুত হলে কোডের আন্তর্জাতিকতা বজায় থাকে এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সঙ্গে তথ্যের আদান প্রদানে সুবিধা হয়। বাংলা পরিভাষার সমস্যা এক্ষেত্রে বাংলা সূচিকরণ কোড প্রস্তুতিতে একটি বড় অন্তরায়। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে কম্পিউটার সূচিতে গুরুত্ব দিতে হবে এবং দেখতে হবে কোডের নিয়মবিধি যেন কম্পিউটার সূচি প্রস্তুতিতে সহায়ক হয়। আর সূচিকরণের দৈনন্দিন কাজে সিদ্ধান্ত সারণি নির্মাণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ নতুন কোড প্রস্তুতিতে বা কোন বর্তমান কোডের পরিমার্জনে অত্যন্ত সহায়ক হবে। তাই যথাযথ নিয়মবিধি অনুসরণ করে সৃষ্ট বাংলা সূচিকরণ কোড বাংলা সূচি প্রস্তুতিতে গ্রন্থাগারগুলোর দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করবে।

তথ্যসূত্র:

১. বিনোদ বিহারী দাস, শ্রবণা ঘোষ, প্রফুল্ল কুমার পাল.– বাংলা গ্রন্থ ও পত্রিকা সূচিকরণ: উদাহরণসহ নিয়মাবলি.– কলকাতা : প্রগ্রেসিভ, ২০০২।

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আগামী ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শতবর্ষে পদার্পণ করছে। সেই উপলক্ষে একটি বই প্রকাশের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যা, পরিষদকে এবং গ্রন্থাগারকে করা ভালোবাসেন তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে শতবর্ষ উপলক্ষে লেখা/প্রবন্ধ পাঠান।

— ধন্যবাদান্তে
সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আগামী ২৪শে মার্চ, ২০২৪ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাখায় ২য় জেলা সম্মেলন পানাগড় গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয় সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। সকল সদস্যদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য। প্রতিনিধি ফি ঃ ৫০ টাকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কাউন্সিল সভা

পরিষদ ভবন, ৬ই নভেম্বর, ২০২২, সকাল ১১টায়

আলোচ্য বিষয় :—

১। Confirmation of the proceedings of the last meeting.

২। Nomination of the personal members to the council.

৩। Selection of the institutional members from different district of the council.

৪। Formation of the executive Committee for 2022

৫। Formation of different Sub. Committes for 2022-2024.

৬। Finalization the programmee of activities of the Association for 2022-2023.

৭। Appointment of Auditor for 2022-2023.

৮। Reporting from District Committee.

৯। Miscellenous.

কাউন্সিল সভায় ২৭ জন কাউন্সিল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসচিব **ড. জয়দীপ চন্দ** সভায় বলেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান সভাপতি শ্রী অরুণ কুমার রায় খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি প্রস্তাব করেন পরিষদের বর্তমান সহ-সভাপতি ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার এই কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। উপস্থিত সকল কাউন্সিল সদস্য এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

কাউন্সিল সভার সভাপতি **ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার** বলেন সভাপতি শ্রী অরুণ কুমার রায় খুবই অসুস্থ। তা সত্ত্বেও তিনি কাউন্সিল সভার খোঁজ খবর নিচ্ছেন। সভার কাজ শুরু করা হলো। পূর্ববর্তী কাউন্সিল সভার (গত ৯ই জানুয়ারি ২০২২ তারিখে বিকাল ৫টায় কোভিড পরিস্থিতির জন্য কাউন্সিল সভা ভার্চুয়াল মোডে অনুষ্ঠিত হয়) খসড়া কার্যবিবরণী পাঠ করেন কর্মসচিব ড. জয়দীপ চন্দ।

কর্মসচিব **ড. জয়দীপ চন্দ** বলেন গত ১৬ই অক্টোবর, ২০২২ তারিখে ৮৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিষদের আজীবন সদস্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ গ্রন্থাগারিক দীপক কুমার রায়, গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃত বিমল কান্তি সেন, গ্রন্থাগার কর্মী আরতি দত্ত এবং রাজকৃষ্ণ দে সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন তাদের প্রতি পরিষদ শ্রদ্ধা জানিয়ে ১মিঃ নিরবতা পালন করা হয়।

১। এরপর কর্মসচিব **ড. জয়দীপ চন্দ** পূর্ববর্তী অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভার খসড়া প্রতিবেদন সভায় পাঠ করেন এবং সকল সদস্য সম্মতি জ্ঞাপন করেন। খসড়া প্রতিবেদন অনুমোদিত হয়।

এরপর কর্মসচিব **ড. জয়দীপ চন্দ** ২০২২-২০২৪ সালের জন্য পরিষদের কার্যকরী কমিটিতে ব্যক্তিগত সদস্য হিসাবে ড. স্বগুণা দত্ত, ড. পার্থসারথী দাস এবং অরুণ কুমার রাউত এর নাম প্রস্তাব করেন এবং সকলে সম্মতি জানান।

২। কর্মসচিব **ড. জয়দীপ চন্দ** বলেন ২০২২-২০২৪ সালের জন্য প্রতিষ্ঠানগত সদস্যর জন্য কোন আবেদন পাওয়া যায় নি। বাঁকুড়া জেলার সম্পাদক বলেন বাঁকুড়া জেলার প্রতিষ্ঠানগত সদস্য হিসাবে সংহতি পাঠাগারকে না রেখে তিনি নাম দেবেন। ঠিক হয় প্রতিষ্ঠানগত সদস্য জেলার প্রতিষ্ঠানগুলির চাঁদা পত্র দেখে কার্যকরী কমিটি ঠিক করবে এবং আগামী কাউন্সিল সভায় জানাবে।

৩। **ড. জয়দীপ চন্দ** বলেন গত কাউন্সিল সভায় তিনটি লাইব্রেরির চাঁদা পরিশোধ আছে এই তিনটি লাইব্রেরি হল ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি, হাওড়া, কুমিরকোলা প্যারিমোহন গ্রামীণ গ্রন্থাগার, পূর্ব বর্ধমান এবং রবীন্দ্রভবন ও শহীদ নিত্যানন্দ স্মৃতি গ্রন্থাগার, নদীয়া এদের কাউন্সিল কমিটিতে রাখা যেতে পারে। সকলে

এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

এরপর কর্মসচিব ২০২২-২০২৪ সালের পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহক কমিটি, কাউন্সিল কমিটি ও বিভিন্ন সাব-কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন :—

৪। **কার্যনির্বাহক কমিটি:**

সভাপতি — শ্রী অরুণ কুমার রায়, সহঃ-সভাপতি — অধ্যাপক কৃষ্ণপদ মজুমদার, ড. অসিতাভ দাস, ড. স্বপ্না রায়, ড. রুক্মিনী মিত্র, শ্রী অরূপ রায়চৌধুরী, কর্মসচিব — ড. জয়দীপ চন্দ, যুগ্ম-কর্মসচিব — শ্রী নির্মাল্য রায়, সহ-কর্মসচিব — শ্রী সঞ্জয় গুহ, সম্পাদক — শ্রী গৌতম গোস্বামী, কোষাধ্যক্ষ — শ্রী বিশ্ববরণ গুহ, কার্যকরী সমিতি — শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক, শ্রী পুলক কর, শ্রী ভূপেন রায়, শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, শ্রী অভিজিৎ হালদার, শ্রী শমীক বর্মন রায়, অধ্যাপক পীযূষকান্তি পাণিগ্রাহী, অধ্যাপক অরুণ কুমার চক্রবর্তী, শ্রীমতী বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। **কাউন্সিল সদস্য:**

শ্রী কিরণময় দত্ত, শ্রী রাণাপ্রতাপ চ্যাটার্জী, ড. নিতাই রায়চৌধুরী, শ্রীমতী কনক ঘোষ, শ্রীমতী বীথি বসু, শ্রীমতী পাপড়ি সেনগুপ্ত, শ্রী শিবশংকর মাইতি, শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল, শ্রীমতী নন্দা ভৌমিক, শ্রী পুষ্পেন্দু মণ্ডল, ড. পার্থসারথী দাস, ড. স্বগুণা দত্ত, ড. অনুপ কুমার রাউত।

৬। **বিভিন্ন উপসমিতি:**

১. **গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণ উপসমিতি।** — অধিকর্তা — অধ্যাপক কৃষ্ণপদ মজুমদার আহ্বায়ক: শ্রীভূপেন রায়, সদস্যবৃন্দ — অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ড. রুক্মিনী মিত্র, অধ্যাপক পীযূষকান্তি পাণিগ্রাহী, শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল, অধ্যাপক সলিল চন্দ্র খান, শ্রী রাণাপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, ড. বিশ্বজিৎ দাস ঠাকুর, শ্রীমতী বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী বীথি বসু, শ্রীমতী পাপড়ি সেনগুপ্ত, শ্রী অরূপ রায়চৌধুরী, শ্রী শমীক বর্মন রায়, ড. নিতাই রায়চৌধুরী, অধ্যাপক সুবর্ণ কুমার দাস, ড. অরুপ রতণ দাস, শ্রী প্রদোষ কুমার বাগচী এবং গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

২. **অর্থ ও গৃহনির্মাণ উপসমিতি:** সভাপতি — শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, আহ্বায়ক — শ্রী বিশ্ববরণ গুহ, (কোষাধ্যক্ষ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)। সদস্যবৃন্দ — শ্রী অরুণ কুমার রায়, শ্রী পুলক কর, অধ্যাপক কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী দেবব্রত কুণ্ডু, শ্রী নির্মাল্য রায়, শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক, শ্রী সঞ্জয় গুহ, শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা গুপ্ত, ড. পার্থসারথি দাস, শ্রী পুষ্পেন্দু মণ্ডল।

৩. **গ্রন্থাগার পত্রিকা উপসমিতি:** সভাপতি — ড. রুক্মিনী মিত্র, আহ্বায়ক — গৌতম গোস্বামী (সম্পাদক, গ্রন্থাগার)। সহ-সম্পাদক গ্রন্থাগার — শ্রী শমীক বর্মন রায়, সদস্যবৃন্দ — শ্রী অজয় কুমার ঘোষ, শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, অধ্যাপক শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক পীযূষ কান্তি পাণিগ্রাহী, শ্রী কঙ্কণ সরকার, শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল, ড. স্বপ্না রায়, শ্রী সৈকত কুমার গিরি, শ্রীমতী স্বগুণা দত্ত, শ্রীমতী শ্রাবণী মজুমদার।

৪. **প্রকাশনা উপসমিতি:** সভাপতি — অধ্যাপক পীযূষ কান্তি পাণিগ্রাহী, আহ্বায়ক — শ্রী শমীক বর্মন রায়, সদস্যবৃন্দ — অরুণ কুমার রায়, শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, ড. রুণা বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস), অধ্যাপক কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল, অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক, ড. অসিতাভ দাস।

৫. **লাইব্রেরি উপসমিতি:** সভাপতি — শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল, আহ্বায়ক — গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, সদস্যবৃন্দ — শ্রী শিবশংকর মাইতি, শ্রী রাণাপ্রতাপ চ্যাটার্জী, শ্রীমতি কণক ঘোষ, শ্রী সঞ্জয় গুহ, শ্রী অভিজিৎ হালদার এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণ উপসমিতির আহ্বায়ক (পদাধিকার বলে)।

৬. **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সাধারণ গ্রন্থাগার:** সভাপতি — শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, আহ্বায়ক — গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সাধারণ গ্রন্থাগার। সদস্যবৃন্দ — ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রীমতী ঝুনু মুখোপাধ্যায়, শ্রী পুলক কর, শ্রীমতী

বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক, শ্রীমতী অরুণা দত্ত।

৭. **সাধারণ গ্রন্থাগার উপসমিতি:** সভাপতি — ড. স্বপ্না রায়, আহ্বায়ক — শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, সদস্যবৃন্দ — শ্রী নির্মাল্য রায়, শ্রী অশোক কুমার দাস, শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক, শ্রীমতী কণক ঘোষ, শ্রী জাকিরুল ইসলাম, শ্রী উত্তম রায়, শ্রী মধুসূদন চৌধুরী, শ্রী অরুণাভ ভৌমিক, শ্রী তাপস কুমার সরকার, শ্রী তাপস কুমার চক্রবর্তী, ড. সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী পুলক কর, শ্রী শমীক বর্মন রায়, শ্রী শরদিন্দু ভুঁইয়া, শ্রী অমিত মুখোপাধ্যায়, শ্রী অমিত কুমার পান, শ্রীমতী নন্দা ভৌমিক, শ্রীমতী বীথি বসু, শ্রীমতী পাপড়ি সেনগুপ্ত, শ্রীমতী তপতী গাঙ্গুলী।

৮. **কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগার উপসমিতি:** সভাপতি — ড. অসিতাভ দাস, আহ্বায়ক — ড. নিতাই রায়চৌধুরী, সদস্যবৃন্দ — ড. অরুণ কুমার চক্রবর্তী, শ্রী অভিজিৎ কুমার, ড. রঞ্জন সামন্ত, ড. অনুপ কুমার রাউত, শ্রী সঞ্জয় গুহ, ড. ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অনুপম ঘোষ, শ্রী প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য, ড. মধুশ্রী ঘোষ উপাধ্যায়, শ্রী বিপুল মণ্ডল, শ্রী কিরণচন্দ্র হালদার, শ্রী গৌতম ভূষণ, ড. বাপন কুমার মাইতি, শ্রী পিনাকী চক্রবর্তী, ড. দেবব্রত মান্না, আবু সয়ীদ।

৯. **বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি:** সভাপতি — শ্রী শিবশংকর মাইতি, আহ্বায়ক — শ্রীমতী পৃথা কর, সদস্যবৃন্দ — ড. অরূপ রতন দাস, শ্রী কিরণময় দত্ত, শ্রী নিশীথ পরিয়া, শ্রী সুরজিৎ শীল।

১০. **ছাত্র সংযোগ উপসমিতি:** সভাপতি — শ্রী সঞ্জয় গুহ, আহ্বায়ক — শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা গুপ্ত, সদস্যবৃন্দ — শ্রী অভিজিৎ হালদার, শ্রী সুরজিৎ শীল, শ্রী বিশ্বজিৎ বাঁশর, শ্রী মৈনাক দত্ত, শ্রীমতি শতরূপা মুখোপাধ্যায়, শ্রী রমেন্দু দাস, শ্রী শান্তনু দত্ত, সফিউন আলফা, সহেলী রহমান লস্কর, শ্রী অভিজিৎ কর্মকার, শ্রী রাজু দত্ত, শ্রীমতি সাথী ঘোষ, শ্রী অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী তরুণ মান্না।

১১. **কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অনলাইন প্রশিক্ষণ, ওয়েবসাইট উপসমিতি:** সভাপতি — শ্রী অরুপ রায়চৌধুরী, আহ্বায়ক — শ্রী পুষ্পেন্দু মণ্ডল, সদস্যবৃন্দ — শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, ড. বিদ্যার্থী দত্ত, শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক, শ্রী ভাস্কর ঘোষ, শ্রী বিশ্বজিৎ বাঁশর, শ্রী বিশ্বরঞ্জন মান্না, শ্রী অসীম কুমার হালদার, শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা গুপ্ত, শ্রী সুজন সাহা, শ্রী রাজেশ দত্ত, শ্রী পাঁচুগোপাল ভুঁইয়া, শ্রী কৃষ্ণেন্দু প্রমাণিক, ড. অভিজিৎ দত্ত।

১২. **প্রবীর রায়চৌধুরী ও অমিতা রায়চৌধুরী এনডাওমেন্ট উপসমিতি:** সভাপতি — শ্রী অরুণ কুমার রায়, আহ্বায়ক অধ্যাপক কৃষ্ণপদ মজুমদার, সদস্যবৃন্দ — ড. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস), ড. বিনোদ বিহারী দাস, ড. যতীন্দ্র মোহন শতপথী, ড. অতিতাভ দাশ, ড. রুক্মিনী মিত্র, শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, অধ্যাপক অরুণ কুমার চক্রবর্তী, শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল, শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক, শ্রী পুলক কর।

১৩. **সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি:** সভাপতি — শ্রী অরুণ কুমার রায়, আহ্বায়ক — ড. জয়দীপ চন্দ, সদস্যবৃন্দ — শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, অধ্যাপক কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী কিশোর কৃষ্ণ ব্যানার্জী, শ্রী অশোক কুমার রায়, শ্রী সুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. জয়তী ঘোষ, অধ্যাপক অরুণ কুমার চক্রবর্তী, শ্রী দেবব্রত কুণ্ডু, অধ্যাপক পীযূষ কান্তি পাণিগ্রাহী, শ্রী জগমোহন দাস, শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল। ড. রুক্মিনী মিত্র, ড. সুশান্ত ব্যানার্জী, ড. স্বগুণা দত্ত, ড. অনুপ কুমার রাউত, ড. পার্থসারথী দাস, শ্রী প্রদীপ কুমার সরকার, শ্রী পুলক কর, ড. স্বপ্না রায়, শ্রী শিবশংকর মাইতি, শ্রী অজয় কুমার ঘোষ, শ্রীমতী বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অরুপ রায়চৌধুরী, শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা গুপ্ত, শ্রী সুজন সাহা।

১৪. **শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপসমিতি:** সভাপতি — শ্রী অরুণ কুমার রায়। আহ্বায়ক — ড. জয়দীপ চন্দ। সদস্যবৃন্দ — শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, অধ্যাপক কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী কিশোর কৃষ্ণ ব্যানার্জী, শ্রী অশোক কুমার রায়, শ্রী সুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড.

জয়তী ঘোষ, অধ্যাপক অরুণ কুমার চক্রবর্তী, শ্রী দেবব্রত কুণ্ডু, অধ্যাপক পীযূষ কান্তি পাণিগ্রাহী, শ্রী জগমোহন দাস, শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল, ড.রুক্মিনী মিত্র, ড. সুশান্ত ব্যানার্জী, ড. স্বগুণা দত্ত, ড. অনুপ কুমার রাউত, ড. পার্থ সারথী দাস, শ্রী প্রদীপ কুমার সরকার, শ্রী পুলক কর, ড. স্বপ্না রায়, শ্রী শিবশংকর মাইতি, শ্রী অজয় কুমার ঘোষ, শ্রীমতী বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অরুণ রায়চৌধুরী, শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা গুপ্ত, শ্রী সুজন সাহা।

কর্মসচিব **জয়দীপ চন্দ** বলেন সাবকমিটিগুলি গঠনের জন্য প্রস্তাব কাউন্সিল সদস্যদের সামনে রাখা হল। এরপর এই কমিটিগুলিতে অন্য কারো নাম সংযোজন করতে হলে বা বিয়োজিত করতে হলে তা কার্যকরী কমিটির সভায় ঠিক করে নেওয়া হবে। উপস্থিত সদস্যদের কাছে অনুমতির জন্য প্রার্থনা করেন। উপস্থিত সদস্যগণ এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার বলেন পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ ও গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক পদাধিকার বলে যে কোন সাবকমিটির সভায় অংশগ্রহণ করবেন।

শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক বলেন এই সাবকমিটিগুলি আগামী ৬ মাসের মধ্যে সভা করে তা রিপোর্ট কার্যকরী কমিটিতে পেশ করলে ভাল হয়।

শ্রীমতি কণক ঘোষ বলেন শর্তবর্ষ উপসমিতিতে জেলা কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি থাকলে ভাল হয়।

৭। কর্মসচিব **ড. জয়দীপ চন্দ** বলেন যে এই আর্থিক বছর শেষ হতে আর ৪ মাস বাকী আছে এই কয়মাসে পরিষদের যে স্বাভাবিক কর্মসূচি আছে তা পালিত হবে যেমন — গ্রন্থাগার দিবস, বিভিন্ন স্মারক বক্তৃতা যা বাকী আছে। কোহা সেমিনার করা। এছাড়া জেলা কমিটিগুলির তালিকা তৈরি করা। গ্রন্থাগার পত্রিকার নাম তালিকাতে রাখবার জন্য ইউ.জি.সি. কে বলা। বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় এর Cataloguing Code এর বাংলা তালিকা পাওয়া গিয়েছে তা ছাপানোর বন্দোবস্ত করা, সুকুমার দাস এর বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন লাইব্রেরি এবং রবীন্দ্রনাথ পুস্তকটি ছাপানোর বন্দোবস্ত করা। সিদ্ধান্ত হলে গ্রন্থাগার পত্রিকা অনলাইনে প্রকাশ করা।

তিনি বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ আসন্ন ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ২০ তারিখ থেকে শুরু হবে। এই শতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য ইতিমধ্যে প্রাথমিক একটি শতবর্ষ কমিটি করা হয়েছে। ভাবনা করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতিকে উদ্বোধন করবার জন্য অনুরোধ জানানো। তার জন্য হল ও অনুমোদন খুবই কঠিন। এই উপলক্ষ্যে একটি ডাক টিকিট বার করা,পরিষদের সামনের রাস্তাটির নাম পরিষদের নামে করা। শতবর্ষ উপলক্ষে একটি LOGO ঠিক করা এসব ভাবনা করা হয়েছে। এছাড়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একটি ইতিহাস লেখা, যার দায়িত্ব ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার ও শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল নিয়েছেন তা প্রকাশ করা। পরিষদের নতুন ভবনে লিফট্ স্থাপন করা।

৫৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন করবার জন্য পানিহাটি লোকসংস্কৃতি ভবনে করবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৩এ ৩ দিন করবার জন্য ঠিক হয়েছে। এজন্য ঐ অঞ্চলের স্থানীয় সাংসদ সৌগত রায় ও স্থানীয় বিধায়ক নির্মল ঘোষের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা হল দিতে রাজি হয়েছেন। এ ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সাধারণ গ্রন্থাগার নিয়ে একটি কনভেনশন করাবার কথা দীর্ঘ দিন ধরে চলছে। তার জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে করা যায় কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই হচ্ছে বর্তমান সময়ের পরিষদের কর্মসূচি।

কর্মসচিব ড. জয়দীপ চন্দের বক্তব্যর উপর আলোচনা

শ্রী গৌতম গোস্বামী — শ্রী বিপ্লব কবিরাজ জানিয়েছেন তিনি গ্রন্থাগার পত্রিকা পাচ্ছেন না। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল তিনি ভুল ঠিকানা দিয়েছেন। ফলে তিনি পত্রিকা কিভাবে পাবেন?

শ্রী কিরণময় দত্ত — শতবর্ষের অনুষ্ঠানের জন্য ১০০০ টাকার Recurring করে টাকা রেখে দেওয়া যেতে পারে। গ্রন্থাগার পত্রিকা জেলায় প্রত্যেক বাড়িতে দেওয়া হতো আগে। এখন কি তা সম্ভব?

ড. জয়দীপ চন্দ — পত্রিকা এভাবে ভাগ করা কিভাবে সম্ভব?

ড. স্বপ্না রায় — সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে সেমিনার করার আগে, বিভিন্ন লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের বক্তব্য শোনা দরকার।

শ্রী শিবশংকর মাইতি — বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অবিভক্ত বঙ্গদেশে স্থাপিত হয়েছিল। এখন এই শতবর্ষ পূর্তির সময় বাংলাদেশের দূতাবাসের মাধ্যমে সেই দেশের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীকে আনা যায় কিনা দেখা যেতে পারে।

ড. অসিতাভ দাশ — আমাদের শিক্ষক আদিত্য ওহ্‌দেদার এর শতবর্ষ হয়েছে। তার সম্পর্কে একটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা যেতে পারে। গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্মিলিত সূচি আর পাওয়া যাচ্ছে না। তা পুনরায় ছাপানো হোক। যে কাজ বাকী সম্মিলিত সূচির জন্য বাকী ছিল তা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত লাইব্রেরি Encyclopaedia ছাপানো যেতে পারে। তার কাঁছে ৫০০ লাইব্রেরি তথ্য রয়েছে।

শ্রীমতী নন্দা ভৌমিক — উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় দীর্ঘ দিন যাবৎ জেলা কমিটি নেই। শেষ সম্পাদক উৎপল বাবু ও জেলার প্রবীর দে অসুস্থ। পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহযোগিতায় নতুন কমিটি দ্রুততার সঙ্গে জেলায় করা দরকার। তিনি ৫৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সহযোগিতা করতে পারবেন। জেলায় অর্থের সাপোর্ট কিছুটা পাওয়া যাবে। সাবকমিটিগুলোতে একই লোক বিভিন্ন কমিটিতে রয়েছে। সাবকমিটি গুলি ছোট হলে ভাল হতো।

ড. স্বপ্না রায় — পরিষদের জেলা কমিটিগুলি Active না হলে কাজ করা খুবই মুস্কিল।

ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার — ইউ.জি.সি. গ্রন্থাগারগুলিতে লাইব্রেরি কর্মী তুলে নিয়ে Administrative Staff দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে পরিষদের প্রতিবাদ করা উচিত।

৭। **শ্রী বিশ্ববরণ গুহ (পরিষদের কোষাধ্যক্ষ)** তার বক্তব্যে বলেন যে পরিষদের গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রকাশের জন্য গড়ে প্রতি মাসে ৪৭,৫৩৯ টাকা করে খরচ হয়। তাহলে বছরে কি খরচ হয় আপনারা ভাববেন। অনেকে বলেছেন গ্রন্থাগার পাচ্ছে না। কেউ গ্রন্থাগার By Post বা Speed Post এ চাইলে সেই টাকা তাকে দিতে হবে। By Hand এ পত্রিকা নিলে পরিষদে জানাতে হবে। শতবর্ষ অনুষ্ঠানের জন্য প্রাথমিক একটি কমিটি হয়েছে। প্রতিটি জেলায় জেলা কমিটিকে অনুষ্ঠান করতে হবে। এর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিরণবাবুর কথামত পরিষদের ২০০০ সদস্যদের কাছ থেকে এই বাকি ২ বছরে ১০০০ টাকা করে নিলে ৪০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

তিনি পরিষদের ২০২২-২০২৩ সালের অডিট করবার জন্য SAF & ASSOCIATE এর নাম প্রস্তাব করেন।

উপস্থিত সকলে অডিটর এর নাম অনুমোদন করেন।

ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার — বলেন যে পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রী বিশ্ববিবরণ গুহ আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন তা পরিষদের Finance কমিটিতে আলোচনা করে আসা উচিৎ।

৮। **জেলাগুলির পক্ষে বক্তব্য —**

ক) **শ্রীমতী কনক ঘোষ** — পরিষদের নতুন ভবনে Lift বসবে এটা আনন্দের কথা। ড. স্বপ্না রায় এর বক্তব্য অনুযায়ী প্রতিটি জেলা Active হওয়ার দরকার। জেলাগুলিতে সেমিনার, সভা হওয়া দরকার। অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে অর্থ সংগ্রহ শুরু হওয়া দরকার।

খ) **শ্রী অশোক গোস্বামী, পশ্চিম বর্ধমান** — সবাইকে অভিনন্দন। খুবই আনন্দ লাগছে। নতুন কমিটি, নতুন চিন্তা ভাবনা। দু'মাসের মধ্যে সাবকমিটি গুলির সভা হবে। বর্তমানে জেলায় জেলায় সমন্বয় দরকার। আগে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি জেলায় জেলায় যোগাযোগ রাখতো। এদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জেলা কমিটিগুলিকে সক্রিয় করা দরকার। অনেকের রাজ্য কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিন্তু তাঁর জেলায় যোগাযোগ নেই। করোনার সময় অন্য সংগঠন গুলির হুমকি চলেছে কিন্তু চাঁদা আদায় ও সদস্য সংগ্রহ হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলা ভাগ হয়েছে। জেলায় অর্থ কিভাবে আসবে তা কেন্দ্রীয় কমিটির জানানো দরকার যে তারা সাহায্য করে।

গ) **শ্রী সুখেন্দু দে, পূর্ব বর্ধমান** — জেলায় বই মেলায় পরিষদের স্টল হয়েছে। বই বিক্রি হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য হয়েছে। পত্রিকা পাওয়া যাচ্ছে না এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। জেলা কমিটিগুলির Database তৈরি করে জেলায় আনলে ভাল হয়।

শ্রী সোমসুন্দর বিশ্বাস, বাঁকুড়া — ৮ নভেম্বর জেলায় একটা সভা হয়েছে। গ্রন্থাগার পত্রিকা নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। তা

সমাধানের আলোচনা শুনলাম। জেলায় ১০ জনকে নিয়ে কমিটি গঠন হয়েছে। স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক সদস্যদের সক্রিয় হওয়া দরকার। পরিষদের নতুন ভবনের Guest House এ থাকলে সভায় আসতে সুবিধা হয়।

শ্রী শরদিন্দু ভুঁইয়া, হুগলী — সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বক্তব্য পেশ করেছেন। হুগলী জেলার কিরণময় দত্ত, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক, আজীবন সদস্য, শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে ইতিমধ্যে ৫০০ টাকা দান করেছেন এর জন্য অভিনন্দন জানাই। জেলা কমিটির সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির সমন্বয় দরকার। পরিষদের সভা হলে বিজ্ঞপ্তি এর সঙ্গে নামগুলি দিলে ভাল হয়। 'গ্রন্থাগার' যেভাবে পাঠানো হচ্ছে সেভাবে হোক। আবার PDF Formate ও পাঠানো হোক। জেলাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে উপসমিতিগুলি গঠন হলে ভাল হয়। গ্রন্থাগারগুলির নিয়োগের কথা বলা হয়েছিল কিন্তু তা প্রতিফলিত হয়নি। পরিষদের সরকারি বার্ষিক অনুদান পাওয়া যাচ্ছে না এটা আলোচনা দরকার। ২২ অক্টোবর, ২০২২ জেলা কমিটির সভা হয়েছে। ১০ই নভেম্বর, ২০২২ হুগলী জেলার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং নতুন কমিটি গঠন হবে। স্কুল লাইব্রেরি, অপোষিত লাইব্রেরি রাখা হবে কমিটিতে। যতদূর সম্ভব সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে। জেলার ৫২টি লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগারিক কেন নিয়োগ হচ্ছে না এ সম্পর্কে আগামী ৯ই নভেম্বর, ২০২২ ডেপুটেশন দেওয়া হবে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ও জেলা সম্পাদকের কাছে। পরিষদের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর এরপর জেলায় সেমিনার হবে। স্কুল লাইব্রেরি কনভেনশন করা হবে। জেলায় ৩৫/৪০ জনের আলাদা একটি সংগঠন হয়েছে। স্কুল লাইব্রেরির ২টি সংগঠন আছে। এদের মধ্যে যারা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য নয় তাদের অনুরোধ করা হয়েছে সদস্য হওয়ার জন্য।

শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, হাওড়া — ২৩ জুন, ২০১৯ হাওড়া জেলা কমিটি গঠন হয়েছিল। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হাজরা সভাপতি ছিলেন। তারপর তার মৃত্যুর পর শ্রী সুভাষ মিত্র কে সভাপতি করা হয়। ২০২০ সালে বইমেলায় স্টল করে পরিষদের বই বিক্রি করা হয়েছিল। আগামী ১৯শে নভেম্বর, ২০২২ তারিখে জেলা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা করে নতুন কমিটি গঠন করা হবে। শ্রী শরদিন্দু ভুঁইয়া যা বললেন তার রেশ ধরে তিনি বললেন যে ৬টি জেলার প্রতিনিধিত্ব আছে। অন্যান্য জেলার নেই। ১ মাসের মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার কমিটির সভা করে অন্যান্য জেলার যাতে উপস্থিতি থাকে তা দেখা হোক। স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক হওয়ার জন্য আগ্রহী, কিন্তু জেলা সংগঠিত করার জন্য কোন ইচ্ছা নেই। জেলা কমিটি গুলিকে সক্রিয় করা দরকার। এই কাজে সকলকেই উদ্যোগ নিতে হবে। জেলার সম্মেলন করা হবে এবং বইমেলায় স্টল করে বই বিক্রি করা হবে। যারা চাকুরী পাওয়ার জন্য বসে আছেন এই সভায় তাদের প্রতি সমর্থন জানানো হোক। ১৫ দিনের মধ্যে যেখানে চাকুরী প্রার্থীরা বসে আছেন তাদের প্রতি সমর্থন জানানো হোক পরিষদের পক্ষ থেকে।

শ্রী অরুণ কুমার চক্রবর্তী, কলকাতা — রাজ্যে Deemed University র কথা বলা হলেও সেখানে গ্রন্থাগারের কথা কিছু বলা নেই। কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তাদের সক্রিয় করা দরকার। আংকিক মাধ্যম ও মুদ্রিত মাধ্যমের অশিক্ষক কর্মচারির বিরুদ্ধে পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো দরকার। ডেপুটেশন দেওয়া দরকার। সদস্যদের ঠিকানা ঠিকমত রাখার জন্য জেলা কমিটিগুলিকে দায়িত্ব নেওয়া দরকার। যারা মারা গিয়েছেন তাঁদের নামে গ্রন্থাগার যাচ্ছে, এই নামগুলো বাদ দেওয়া দরকার। যাদের কর্মক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পত্রিকা যেত, তাদের অবসর নেওয়ার পরও সেখানে গ্রন্থাগার যাচ্ছে।

ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার — পরিষদের শতবর্ষ খুব কাছে। এই সময় সরকার যদি তার নিয়মিত অনুদান বন্ধ করে দেয় তবে খুব সমস্যায় পরতে হবে। আংকিক মাধ্যম ও মুদ্রিত মাধ্যমের সমন্বয় দরকার। IASLIC এর নেতৃত্বও এখানে আছেন তাদের সংগঠনও খুব ভালভাবে চলছেনা। তাদেরও অবস্থা ভাল নয়। অনলাইন সভায় সুবিধা হবে, কিন্তু ভাল আলোচনা হবে না। শতবর্ষের জন্য একটি সুন্দর লিফলেট করা হবে। শ্রী ফণিভূষণ রায় ও ড. আদিত্য ওহদেদার এর শতবর্ষ চলে গেল, পরিষদের পক্ষ থেকে কিছু করা গেল না। এই দু'জনের নামে দু'টি স্মারক বক্তৃতা করা দরকার। পরিষদের জেলা কমিটি গুলিকে সমস্ত গ্রন্থাগার নিয়ে আলোচনা করা দরকার। বর্তমানে বেশ কিছু জেলা কমিটি নিষ্ক্রিয়। জেলা কমিটি ভেঙ্গে গেছে। ১১টি জেলায় প্রায় ১২ বছর জেলা কমিটি নেই। জেলা কমিটি গঠন নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে। এখন রাজ্যে প্রায় ১০/১২ টা পরিষদ হয়েছে। পরিষদের নাম পাল্টে একটি পরিষদ হয়েছে W.B. Library Association। পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করার সেটা বন্ধ হয়েছে। শরদিন্দু জেলায় উপসমিতি করবার জন্য

বলেছিল। পরিষদের কাছাকাছি জেলায় যারা বসবাস করেন তাদের নিয়েই উপসমিতি গঠিত হয়েছে। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ৭১ বছর হয়ে গেল। প্রতি বছর ১২টা Issue করে বের হয়। এর জন্য পরিষদের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। অনেকের ভুল ঠিকানা থাকার জন্য 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পাচ্ছে না এটা প্রমাণিত। মৃত ব্যক্তির নামেও গ্রন্থাগার পত্রিকা যাচ্ছে। জেলার কমিটিগুলিকে এই ঠিকানা ঠিক করে দিতে হবে। কি ভাবে গ্রন্থাগার পত্রিকা বেরোবে তা আলোচনা করে ঠিক করা হবে। সকলকে অনুরোধ শতবর্ষর অনুষ্ঠান সফল করতে। পরিষদে সবাই আসুন কাজ করুন। তিনি আরও বলেন যে ইউ.জি.সি.র তালিকাকে গ্রন্থাগার পত্রিকার নাম ওঠানো যাচ্ছে না। ওনারা জানাচ্ছেন পত্রিকাতে শুধুমাত্র প্রবন্ধ থাকতে হবে। অন্য কোন সংবাদ দেওয়া যাবে না। ইয়াসলিক এই সমস্যা থেকে বাঁচতে শুধু প্রবন্ধ দিয়ে একটা বই বার করছে এবং নিউজলেটার বার করছে। শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী বলেছেন যারা চাকুরীর জন্য বসে আছেন তাদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে যাওয়ার দরকার। পরিষদ তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে।

শ্রী গৌতম গোস্বামী — লেখা কম আসার কারণে প্রতিমাসে গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশ করতে অসুবিধা হচ্ছে। পোষ্টঅফিস বলেছে সংখ্যা কম করা যাবে না। সংখ্যা প্রতি মাসে না বের হলে কম টাকায় সদস্যদের কাছে পাঠানো যাবে না।

সভাপতি ও উপস্থিত সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করা হল।

পঠিত ও অনুমোদিত হল

জয়দীপ চন্দ
২৭/০১/২৩

অরুণকুমার রায়
০৭/০৫/২০২৩

।। বিজ্ঞপ্তি।।

সকলেই অবগত আছেন গত ৫ই জানুয়ারি, ২০২৪ পরিষদের সভাপতি অরুণ কুমার রায় প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অরুণ রায় নামাঙ্কিত গ্রন্থাগার পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যা এবং তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের প্রতি অনুরোধ অরুণ রায় সম্পর্কিত স্মৃতি চারণা করে কিছু কথা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে পরিষদে জমা দিন গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য।

— ধন্যবাদান্তে
সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কাউন্সিল সভা

পরিষদ ভবন, ৭ই মে, ২০২৩, সকাল ১১টায়

আলোচ্য সূচি :—

১। Confirmation of the proceedings of the last meeting.

২। Approval of the Budget of the Association for 2023-2024

৩। Appointment of Auditor for 2023-2024.

৪। Regularize the different District Committees of the Association.

৫। Finalizing the programmee of activities of the Association 2023-2024.

৬। Reporting from the District Committees.

৭। Distribution of Tinkari Dutta Memorial Medal for the best article published in 'Granthagar' for 1426, 1427 and 1428 B.S.

৮। Miscellenous.

সভায় কাউন্সিল সদস্য হিসাবে ৩০ জন কাউন্সিল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী অরুণ কুমার রায়।

সভার শুরুতে গ্রন্থাগার বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত প্রয়াত রীণা রায়, শ্রীমতী মিনতী ব্যানার্জী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১মিঃ নিরবতা পালন করা হয়।

১। সভায় গত ৬ই নভেম্বর, ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত পরিষদের কাউন্সিল সভার খসড়া কার্যবিবরণী পাঠ করেন শ্রী পুলক কর। এই কার্যবিবরণী উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যগণের দ্বারা গৃহীত হয়।

২। এরপর পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রী বিশ্ববরণ গুহ সভায় পরিষদের ২০২৩-২০২৪ সালের বাজেট উপস্থিত সদস্যগণের আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। তিনি উল্লিখিত আর্থিক বছরের (২০২৩-২০২৪ সালের) জন্য আয় হিসাবে ৪২,১৬,০০০.০০ হাজার এবং ব্যয় হিসাবে ৪৭,৫৩,৬০০.০০ টাকা এবং এর ফলে এই আর্থিক বছরে ঘাটতি হিসাবে ৫,৩৭,৬০০.০০ টাকা হবে বলে জানান। এই ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে যদি পঃবঃ সরকারের যে অনুদান প্রতি বছর পাওয়া যায় তা পাওয়া সম্ভব হলে।

আলোচনান্তে উপস্থিত সদস্যগণ এই আর্থিক বাজেট অনুমোদন করেন।

৩। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রী বিশ্ববরণ গুহ পরিষদের ২০২৩-২০২৪ সালের পরিষদের হিসাব অডিট করবার জন্য পূর্বের অডিটর Saff & Associate এর নাম প্রস্তাব করেন। সদস্যগণ Auditor-এর নাম অনুমোদন করেন।

৪। **কর্মসচিব ড. জয়দীপ চন্দ** বলেন যে পরিষদের জেলা কমিটিগুলির অধিকাংশের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। জেলাগুলি কোন দায়িত্ব নিচ্ছেন না নতুন ভাবে সাধারণ সভা করে কমিটি গঠন করা। মাত্র ৬টি জেলা তাদের কার্যক্রম চালানোর জন্য কমিটি গঠন করেছে।

(ক) **শ্রী শমীক বর্মন রায়** — তিনি বলেন বীরভূম জেলার কাঞ্চনবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে। এই জেলার নতুন কমিটি করবার জন্য তিনি সহযোগিতা করবেন। রাজ্য কমিটিকে এই জেলার কমিটি গঠনের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। রাজ্য কমিটির নেতৃত্বে ওই জেলার পরিষদের সদস্যদের ডেকে সিউড়ির একটি গ্রন্থাগারে এই জেলার সম্মেলন করে কমিটি গঠন করা যায়।

তিনি আরও বলেন যে মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির এখনও সচল আছে। এই কমিটির সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেছে যে এখন এই কমিটি উদ্যোগে জেলা সম্মেলন করে কমিটি গঠন করতে অসুবিধা আছে।

(খ) **শ্রীমতী কনক ঘোষ** — তিনি বলেন যে দক্ষিণ ২৪

পরগণা জেলায় এখন কোন কমিটি নেই। কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্বে এই জেলার সাধারণ সভা ডেকে কমিটি গঠন করা সম্ভব। বর্তমানে সদস্যগণ কেউই আসছেন না। ফলে কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটিকে দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি সহযোগিতা করবেন।

(গ) কর্মসচিব **জয়দীপ চন্দ** বলেন যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি নতুন ভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে গঠন করা যেতে পারে।

(ঘ) **শ্রী গৌতম গোস্বামী** বলেন যে উত্তর ২৪ পরগণায় এখন কোন কমিটি নেই। ১০/১২ বছর আগে বেলঘরিয়ার একটি বিদ্যালয়ে সভা হয়েছিল। সেখানে সদস্যগণ সম্পূর্ণ ২টি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিলো। ফলে এই বিবাদমান ২টি গোষ্ঠীকে একটা সমঝোতা করে কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু তা না করে ভোটাভুটি করে কমিটি গঠনের জন্য গন্ডগোল বাঁধে। এই প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় কমিটি উপস্থিতিতে নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায়। এর পর সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তাতে একটা পক্ষ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবার জন্য আসেননি। এখন যা পরিস্থিতি তাতে সঠিক সদস্য তালিকা গঠন করে কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ওই জেলার জেলা কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

(ঙ) **শ্রী অশোক গোস্বামী** বলেন যে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আলোচনা হয়েছে। জুন ২০২৩ - অগস্ট ২০২৩ এর মধ্যে সাধারণ সভা ডেকে নতুন কমিটি গঠন করা হবে। এই জেলায় জেলা কমিটির উদ্যোগে কাজ কিন্তু হচ্ছে। বহু সময় মোবাইল এর মাধ্যমে আলোচনা করে কাজ হয়। বইমেলাতে সদস্যপদ পুর্ননবীকরণ হয়েছে। বীরভূম নিয়ে কথা হয়েছে। সকলের সঙ্গে আলোচনা করে এই জেলার জেলা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। সিউড়ির বিবেকানন্দ লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক জানিয়েছেন সকলের সহমতের ভিত্তিতে এই গ্রন্থাগারে পরিষদের সাধারণ সভা করা যেতে পারে।

(চ) **ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার** — তিনি বলেন আজ এই কাউন্সিল সভার ৪নং আলোচ্যসূচি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন পরিষদের জেলা কমিটিগুলি গঙ্গার পশ্চিমপাড়ের জেলাগুলি খুবই সক্রিয়। যেমন হাওড়া, হুগলী, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ইত্যাদি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জটিলতার জন্য রাজ্য কমিটি অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু দেখা যাচ্ছে গঙ্গার পূর্বপাড়ের জেলাগুলি যেমন — দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, মালদহ ইত্যাদি জেলা কমিটি নেই। স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক মেম্বার অধিকাংশ জেলায় দেওয়া সম্ভব হলেও তাঁরা প্রায় কেউই জেলার দায়িত্ব নিতে রাজি নয়? এখন যা পরিস্থিতি দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলার জেলা কমিটি খুব দ্রুততার সঙ্গে, করে ফেলা সম্ভব হবে। শ্রী ভূপেন রায় নদিয়া জেলার সঙ্গে কথা বলুক। জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। দার্জিলিং জেলার খুবই সমস্যা। কালিম্পং জেলা এখনও ঠিক হয়নি। শিলিগুড়ি জেলার সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে।

(ছ) **শ্রী কিরণ দত্ত** — কে ডান বা কে বাম এসব ভাবনা না ভেবে জেলা গুলি গঠন করবার উদ্যোগ নিতে হবে। তা না হলে পরিষদের শতবর্ষ উদ্‌যাপনে খুবই ক্ষতি হবে। স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক জেলা কমিটির কাছে একটা মাছের টোপ।

ডঃ স্বপ্না রায় — গ্রন্থাগার পরিষেবার বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ। অনুদান কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জেলা কমিটি গুলো খুব দ্রুততার সঙ্গে গঠন করা দরকার। ২১শে মে, ২০২৩ তারিখে সাধারণ গ্রন্থাগার উপসমিতির সভা হতে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগার Management Rules এবং আইন সম্পর্কে পরিষদের বক্তব্য গ্রন্থাগার অধিকর্তার অফিসে পাঠানো হয়েছে কি?

ডঃ জয়দীপ চন্দ, কর্মসচিব বলেন এই মিটিং এর পর Public Library Management Rules এবং আইন সম্পর্কীত পরিষদের বক্তব্য গ্রন্থাগার অধিকর্তার অফিসে পাঠানো হবে।

দেবব্রত কুণ্ডু — পরিষদের নামে রাস্তার নাম করতে হলে পরিষদের পক্ষ থেকে Mass Petition করতে হবে। বর্তমানে রাস্তার নাম ননী গোপাল রায় চৌধুরী সরণি আছে। এই নাম কবে হয়েছে তা জানাও জরুরী। খুব কাছের তারিখ বলে অসুবিধা হবে। কলকাতা করপোরশনের কাছে আবেদন জানাতে হবে। তাদের মাধ্যমে ১ মাসের জন্য কোন আপত্তি জানানোর সময় দিতে হবে। কোন আপত্তি না আসলে নামের পরিবর্তন হতে পারে।

ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার — পরিষদের ৩৬০০ সদস্যের মধ্যে কতজন কম্পিউটার Computer ঘাটাঘাটি করেন। পত্রিকাকে অংকায়িত করলে সকলে পড়বেন তো? ইয়াসলিক তার নিউজলেটার এখন অনলাইন করেছেন খবর পাওয়া যাচ্ছে কেউ পড়ছেন না। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (ILA) ও করেছেন,

কেউ পড়ছেন না। সদস্যগণ নিজেদের ঠিকানা ঠিক মত দিচ্ছেনা বা লিখতে ভুল করেছেন। এর কারণে বেশ কিছু পত্রিকা পরিষদে তে ফেরৎ আসছে। শতবর্ষ সম্পর্কে গ্রন্থাগার পত্রিকায় শতবর্ষ সংস্করণ অবশ্যই বের করা উচিৎ। ইতিমধ্যে পরিষদে একটি শতবর্ষ সাব কমিটি হয়েছে। এটা তিনি মনে করেন সম্পূর্ণ নয়। শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি একটি আলাদা করে করা দরকার। বিশ্ববরণ গুহ বলেছেন সদস্যগণ যদি ২ বছরে ১০০০ টাকা করে দেন তবে ২বার সদস্য ধরে ৪০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হয়। গ্রন্থাগার দিবসে ২০২৫ সালে আরও বেশি সদস্যদের সম্বর্ধনা দেওয়া যেতে পারে। যাঁদের দেওয়া হয়েছে তাদেরও ডাকা যেতে পারে। সল্টলেকে পরিষদের বাড়ীতে একটা জায়গা রাখা আছে যা একটা ব্যাঙ্কের ATM করা যেতে পারে।

শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী — হাওড়া জেলার সম্মেলন ও সাধারণ সভা জুন ২০২৩ মাসে করা হবে। নিষ্ক্রিয় জেলাগুলির সঙ্গে পরিষদের পক্ষ থেকে কথা বলা যেতে পারে। ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার যে প্রস্তাব দিলেন তা ভেবে দেখে পরিষদকে এগিয়ে যেতে হবে।

৫। কর্মসচিব **ড. জয়দীপ চন্দ** বলেন যে আগামী কর্মসূচি যা পরিষদের প্রতিবছর পালিত হয় তা পালন করা হবে। যেমন — গ্রন্থাগারিক দিবস, গ্রন্থাগার দিবস, ৭টি স্মারক বক্তৃতা, ২ টো সেশনে এ ভর্তি, কম্পিউটার কোর্সগুলি করা, এছাড়া সময় উপযোগী নির্দিষ্টভাবে সরকারের কাছে নিয়োগ এর ব্যাপারে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডেপুটেশন দেওয়া। চন্দননগর পুস্তাকাগার তাদের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাদের ওখানকার রবীন্দ্রভবনে গ্রন্থাগারিক দিবস করতে চেয়েছে। পরিষদের ১০০ বছর উপলক্ষে সূচনা সভা ২০২৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর জাতীয় গ্রন্থাগারে তে করা যেতে পারে। পরিষদের সামনের রাস্তার নাম বদলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-এর নামে করবার জন্য KMC কে আবেদন জানানো। বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়ের বই ছাপানো। সাধারণ গ্রন্থাগার নাটক সম্পর্কে যা কাজ সাধারণ গ্রন্থাগার কমিটি করছেন তা সরকারকে জানানো। ১০০ বছর পরিষদের জন্য যদি কোন Stamp করা হয় তবে ৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা খরচ, ১,০০,০০০ Stamp পাওয়া যাবে। ৫৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়ে গেল তাতে কোন ঘাটতি হয়নি। গ্রন্থাগার পত্রিকা অন লাইন করা যায় কিনা দেখতে হবে। এছাড়াও পরিষদের কোর্স অনলাইন ও করলে কিন্তু ছাত্র Student পাওয়া যেতে পারে। বাংলায় সূচিকরণ কোড তৈরি করা।

৬। **শ্রী গৌতম গোস্বামী** — তিনি বলেন পরিষদের গ্রন্থাগার পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যার ভুল ছাপা হওয়ার ফলে ২৫ পয়সার এই পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হয়নি। পোষ্ট অফিসে এখন ২৫ পয়সা পত্রিকা পাঠালে খুবই ঘৃণার চোখে দেখে। গ্রন্থাগার পত্রিকার সদস্যগণ কি ভাবে পড়তে চান — ছাপানো অবস্থায় না অনলাইনে তা জানতে চেয়ে গ্রন্থাগার পত্রিকায় অভিমত চাওয়া হয়েছে।

শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী — গ্রন্থাগার পত্রিকা সম্পর্কে যে অভিমত পাওয়া যাবে সে সব তথ্য গ্রন্থাগার পত্রিকায় ছাপানো হোক। সরকারি আদেশনামা গুলো পরিষদে আছে এ সংবাদ ও গ্রন্থাগার পত্রিকায় জানানো হোক। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমস্যা, স্কুল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমস্যা এ সমস্ত সংবাদ পত্রিকায় জানানো হোক।

শ্রী অভিজিৎ ভৌমিক — এর মধ্যে পরিষদের জেলা কমিটিকে ও জেলাগুলিতে পরিষদের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের কোন বার্তা দেওয়া হয়েছে কি? পরিষদের স্মারক বক্তৃতাগুলি কলকাতার নিকটবর্তী জেলাগুলিতে করা যেতে পারে।

শ্রী ভূপেন রায় — তিনি অভিজিৎ ভৌমিকের মতকে সমর্থন করেন।

শ্রী শরদিন্দু ভূঁইয়া — হুগলী জেলা — গত নভেম্বর মাসে নতুন জেলা কমিটি গঠন হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলার ৩টি মিটিং হয়েছে। সেখানে গ্রন্থাগার সম্মেলন, জেলায় কর্মসূচি নিয়ে কনভেনশন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জেলায় নিয়োগ হলে খুবই সুবিধা হবে। বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে। এটা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত দু'টি জেলায় বেরিয়েছে দার্জিলিং এবং কালিংপম। তিনি প্রশ্ন করেন গ্রন্থাগারিক দিবস — চন্দননগর পুস্তকাগার করবে না বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও ইয়াসলিক করবে?

শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী — হাওড়া জেলায় ১০ জুন, ২০২৩ প্রবীর রায়চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিনই দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য সামগ্রী দেওয়া হবে। মাদ্রাসাস্কুল ও স্কুল সার্ভিসের সমস্যা নিয়ে কনভেনশন হবে।

৭। পরিষদের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ ও ১৪২৮ বঙ্গাব্দের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারদের হাতে তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক পরিষদের সভাপতি শ্রী অরুণ রায় তুলে দেন —

- ১৪২৬ বঙ্গাব্দের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার ডঃ নান্টু আচার্য, প্রবন্ধের নাম ''বুদ্ধিজীবিদের ব্যধি প্লাজিয়ারিজম'' (গ্রন্থাগার, ভাদ্র, ১৪২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত)।
- ১৪২৭ বঙ্গাব্দের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার ডঃ সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবন্ধের নাম ''সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবায় অন্যতম মাধ্যম মোবাইল ফোন'' (গ্রন্থাগার, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৪২৭ সংখ্যায় প্রকাশিত)।
- ১৪২৮ বঙ্গাব্দের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার শ্রী সুকুমার দাস, প্রবন্ধের নাম ''বিশ্বভারতী—শান্তিনিকেতন লাইব্রেরি এবং রবীন্দ্রনাথ'' (গ্রন্থাগার, বৈশাখ ১৪২৬ থেকে ১৪২৮ সংখ্যা প্রকাশিত)।

শ্রী সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন — খুবই ভাল লাগছে। তিনি বলেন হিউম্যান লাইব্রেরি কথা — একজন মানুষ তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একটি বইয়ের ভূমিকা পালন করতে পারনে। যারা বিভিন্ন পেশার মানুষ তার এই ভূমিকায় ভাল কাজ করতে পারবেন।

শ্রী সুকুমার দাস — তিনি বলেন আজ খুবই আনন্দের দিন। তিনি এই পুরস্কারের জন্য শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর লাইব্রেরি কর্মীদের সহ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানান। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ধন্যবাদ এই স্বীকৃতি জানানোর জন্য।

আর কোন আলোচনা না থাকার দরুণ পরিষদের সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

পঠিত ও অনুমোদিত হল —

অরুণকুমার রায়, ২৭/১১/২০২৩

।। বিজ্ঞপ্তি।।

সকল সদস্য/সদস্যাদের অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা সদস্যপদ পূনর্নবীকরণ করে না থাকলে তা অবিলম্বে করুন। গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন।

— ধন্যবাদান্তে
কর্মসচিব

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আই.আই.টি.) খড়গপুর-এর গ্রন্থাগার পরিদর্শন

সঞ্জয় গুহ,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কোলকাতা

বিগত ২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৩ (শুক্রবার ও শনিবার) ৪৫ জন বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সহ পরিষদের কর্মসচিব তথা শিক্ষক ডঃ জয়দীপ চন্দ, সহ-কর্মসচিব ও শিক্ষক শ্রী সঞ্জয় গুহ, পরিষদের শিক্ষক ডঃ সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক ডঃ পার্থ সারথি দাস, পরিষদের ছাত্র উপসংযোগ কমিটির আহ্বায়ক শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা গুপ্ত, পরিষদের গ্রন্থাগারিক শ্রী ইন্দ্রাশিস দে সহ মোট প্রায় ৫১ জন উক্ত গ্রন্থাগারের শিক্ষামূলক পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে কলমে শিক্ষণ লাভে শিক্ষিত হন এবং গ্রন্থাগারের বিভিন্ন প্রযুক্তির কারিগরী পদ্ধতি সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করে অবগত হন যা তাদের ভবিষ্যতে গ্রন্থাগার চিন্তা-ধারণার ক্ষেত্রে মননচিন্তার মান উন্নয়ন করবে। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা উক্ত গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ও পরিচিত হতে পেরে তারা খুবই উচ্ছ্বসিত।

উক্ত এই দুই দিনে আই.আই.টি. খড়গপুরের গ্রন্থাগার ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন বিভাগ এবং নেহেরু মিউজিয়াম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিদর্শন করা হয়েছিল। সেখানে গ্রন্থাগারিক ও তার সহ-কর্মীবৃন্দ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ এবং এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবক্ষেত্রে বড় প্রযুক্তিগত গ্রন্থাগারের অটোমেশন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক হাতে কলমে উপলব্ধি করান। এছাড়া ভারতের ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরিতে কিভাবে তথ্য সংগৃহীত হয় তা সম্বন্ধে অবগত করান এবং নেহেরু মিউজিয়ামে অডিও ভিডিও পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক অজানা তথ্য প্রদর্শিত হয় যা এক কথায় অভাবনীয় এবং অতুলনীয় ও গ্রন্থাগারে ও পুরো গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ডক্যুমেন্ট, বিভিন্ন পরিসেবা ও অজানা তথ্য নিয়ে একটি উপস্থাপনা দেওয়া হয়।

উক্ত এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামূলক ভ্রমণ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গ্রন্থাগারকে এক নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত করছে এবং গ্রন্থাগারের প্রতি নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করেছে। সর্বশেষে পরিষদের সমস্ত — কার্যনির্বাহী সদস্যগণ, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং পরিষদের উক্ত শিক্ষণমূলক প্রদর্শনের সঙ্গে যুক্ত সকল সদস্যদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এবং বার বার আশা রাখলাম তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই ধরনের শিক্ষামূলক পরিদর্শনের কার্যকলাপ পুনরায় বাস্তবে রূপায়িত হবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

‘‘শ্রী শ্রী সারদেশ্বরী গ্রন্থাগারের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস (হীরক জয়ন্তী) বর্ষ উদযাপন’’

ঐতিহাসিক মেদিনীপুর শহরের পাটনাবাজারে অবস্থিত শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী গ্রন্থাগারের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস (হীরক জয়ন্তী) গভীর উৎসাহ উদ্দীপনা ও মর্যাদার সাথে পালন করলো গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতির সদস্য ও পুরানো দিনের প্রবীণ গ্রন্থাগার অনুরাগী বৃন্দ গত ২৭শে নভেম্বর, ২০২৩ ও বাংলায় ১০ই অগ্রহায়ণ সোমবার রাসপূর্ণিমার দিন।

আজ থেকে ৭৫ বৎসর পূর্বে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের রাসপূর্ণিমার দিন পাটনাবাজারের বিশিষ্ট সমাজসেবী বিষ্ণুপদ দে মহাশয় তাঁর

নিজ বাসগৃহে সারদামায়ের নামে এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তথা মেদিনীপুরের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়। পরে পাটনাবাজারের সাহেব পুকুর চকে একজন বিধবা রমণী চারুবালা দাস ভূমিদান করায় মেদিনীপুর বাসীর সাহায্যে গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করে আজও সেখানে গ্রন্থাগার চলছে।

৭৫ তম বর্ষে ৭৫টি প্রদীপের বিশেষ প্রথম প্রদীপটি প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন গ্রন্থাগারের প্রধান উপদেষ্টা ও মেদিনীপুর পুরসভার কাউন্সিলার বিশ্বনাথ পাণ্ডব মহাশয়া এছাড়াও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুজয় হাজরা মহাশয়, গ্রন্থাগারের সভাপতি বিমল প্রসাদ রানা। সম্পাদক — শিব্বা প্রামাণিক, পরিচালন সমিতির সদস্যগণ কথা অর্ঘ্য রাশি মান্না, ভবানী শংকর দাস, সংঘমিত্রা পাল, শীতল প্রসাদ রাণা, প্রবীর সিংহ ও প্রবীন গ্রন্থাগার অনুরাগীবৃন্দ ইন্দুমাধব সিংহ, সতীপ্রসাদ দত্ত, শংকর রানা ও পঞ্চানন সিংহ মহাশয়।

এই অনুষ্ঠানে অর্ধশতাধিক গ্রন্থাগার অনুরাগী উপস্থিত থেকে সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

অর্ঘ্য রাশি মান্না

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ

‘‘পাঠ্য বই ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ’’

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মৃতিতে হাওড়া শহরের ইচ্ছাপুর ক্যানেল রোডের পুড়ে যাওয়ার বসতির ৬৫ জন পড়ুয়াদের হাতে বইসহ পাঠ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ২০২০ সাল হতে প্রতি বছর পুস্তক প্রদান অনুষ্ঠান করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব জয়দীপ চন্দ, সহ-সভাপতি ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার, গণ আন্দোলনের নেতা অসীমা পাঠক, সাহিত্যিক অশোক অধিকারী ও কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক শাশ্বত পাড়ুই। সকল বক্তরা বলেন, ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে সকলের সহযোগিতা নিয়ে বস্তিবাসীরা লড়াই করে পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করছেন এবং কর্মী সমিতি পাশে দাঁড়ানোর জন্য অভিনন্দন জানান।

এছাড়া যাঁরা উপস্থিত ছিলেন কর্মী সমিতি রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সহ-সভাপতি অশোক কুমার দাস, শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, তাপস সরকার কোষাধ্যক্ষ অসিতকুমার রায়। অনুষ্ঠানটি সংগঠিত করতে সহযোগিতা করেছেন বুবুন সামন্ত, রবীন গাঙ্গুলী, বরুণ মণ্ডল, কৃষ্ণা মান ও আরো অনেকে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অমিত পাল।

অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার কর্মীসহ বস্তিবাসীর উপস্থিতিতে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

প্রতিবেদক — অশোক কুমার দাস

ESTD. 1925 ☎8276032102
E-mail: blacal.org@gmail.com

THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

General Office & Library: P-134, C.I.T. Scheme-52, Kolkata-700 014

Ref. No. 131/23-24 Date: 19.02.2024

মাননীয় অধ্যক্ষ
পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন
আচার্য ভবন
বিধাননগর
কলকাতা- ৭০০০৯১

বিষয়ঃ রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ

মহাশয়,

আপনি হয়ত অবগত আছেন যে, ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠার হয়। অবিভক্ত বাংলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এই সময় থেকেই। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পরিষদ রাজ্যের গ্রন্থাগার সমূহের সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য আন্দোলন করে আসছে। পরিষদের সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফলে এই রাজ্যে ১৯৭৯ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন' বিধিবদ্ধ ও বাস্তবায়িত হয়েছে। পরিষদ নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার লক্ষ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক বই ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ এবং সম্মেলন, আলোচনাচক্র ও বক্তৃতার আয়োজন করে থাকে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিদ্যালয় শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উপযোগিতা গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। পরিষদের দীর্ঘদিনের দাবি 'গ্রন্থাগার মুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা'-র গুরুত্ব আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বস্তুত পরিষদের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলস্বরূপ বিগত দিনে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক নিয়োগ বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর হয়েছে।

ESTD. 1925 ☎8276032102
E-mail: blacal.org@gmail.com

THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

General Office & Library: P-134, C.I.T. Scheme-52, Kolkata-700 014

কিন্তু গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে, ২০১২ সালের পর থেকে এই রাজ্যে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় নি। প্রতিবার প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হত। কিন্তু বর্তমানে তাও বন্ধ রয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে চরম হতাশাজনক। ফলশ্রুতিতে, আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ লক্ষ্য করছি যে, রাজ্যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিশেষ করে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারিকের অভাবে বন্ধ থাকছে, ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারছে না।

এই পরিস্থিতিতে পরিষদের পক্ষ থেকে বিষয়টি আপনার অবগতি ও বিবেচনার জন্য পেশ করছি। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে কমবেশি ৬৫০০টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে যার মধ্যে ২৫০০টি বিদ্যালয়ে অনুমোদিত গ্রন্থাগারিকের পদ রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১২০০টি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য রয়েছে।

তাই রাজ্যের ঐতিহ্যপূর্ণ ও দায়িত্বশীল সংগঠন হিসাবে পরিষদ এই বিষয়ে আপনার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছে। আমাদের অনুরোধ অবিলম্বে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের শূন্যপদের সংখ্যা প্রকাশ করে স্থায়ী গ্রন্থাগারিক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হোক।

আশা করি আপনি অনুগ্রহ করে উপরোক্ত বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন এবং যথাশীঘ্র সম্ভব বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে স্থায়ী গ্রন্থাগারিক নিয়োগের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে বাধিত করবেন।

নমস্কারান্তে,

জয়দীপ চন্দ

(ড. জয়দীপ চন্দ)
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION Kolkata-14

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার, ২০২৩ চূড়ান্ত ফলাফল

ক্রমিক সংখ্যা	ক্লাস রোল নং	পরীক্ষার রোল নং	নাম	প্রাপ্ত নম্বর	শ্রেণি
১	বি ০৯	৪	সৌরভ বসু	৬৩৭	I
২	এ ২৮	২৩	দ্যুতি হাজরা	৬১৯	I
৩	এ ৩৩	৫৯এন	স্বাগতা মজুমদার	৬০৬	I
৪	বি ১৫	৪১	অম্বালিকা রায়	৫৮০	I
৫	এ ৩৯	২৭	আলপনা কর্মকার	৫৬৬	I
৬	এ ০৩	৪৯	শেখ মুসকান পরভীন	৫৬৪	I
৭	এ ০৯	৪২	মল্লিকা সাঁতরা	৫৬৩	I
৮	এ ১৩	৮	মৌমিত বিশ্বাস	৫৫৪	I
৯	বি ১৩	১	দেবারতী ব্যানার্জী	৫৪৫	I
১০	এ ৩১	৩৩	চন্দন মুখার্জী	৫৪২	I
১১	এ ০৮	৫	প্রসেনজিৎ ভৌমিক	৫১৪	I
১২	এ ০৬	৪৮	শেখ মেহেবুব	৫১৪	I
১৩	এ ২৪	৫১	সোহানী শেখ	৫০৮	I
১৪	এ ১৪	১৫	সুমন দে	৪৯৪	I
১৫	এ ১২	৩	সুব্রত বসাক	৪৮৬	I
১৬	বি ০৩	২০	ঐন্দ্রিলা গুপ্ত	৪৮৫	I
১৭	এ ৩৫	৩৫	নাসরিন বানু	৪৭৮	I
১৮	বি ১৪	৩৬	শীলা পণ্ডিত	৪৭৮	I
১৯	এ ০৭	৪৭	প্রিথা সিংহ	৪৭১	I
২০	এ ৪৪	৩৪	মোহর মুখার্জী	৪৬৭	I
২১	এ ২৬	১৯	সুস্মিতা ঘোষ	৪৬৩	I
২২	এ ৩৪	৩৯	শীবেন্দু পোদ্দার	৪৫৮	I
২৩	এ ৫৩	৩২	আদিত্য দেবানন্দ মুহুরী	৪৫৪	I
২৪	এ ৫০	৪৪	সামরিন শহীদ	৪৫১	I
২৫	এ ২০	৪৬	জ্যোতি সিংহ	৪৪৬	II

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের চূড়ান্ত ফলাফল-২০২৩

ক্রমিক সংখ্যা	ক্লাস রোল নং	পরীক্ষার রোল নং	নাম	প্রাপ্ত নম্বর	শ্রেণি
২৬	এ ৪৫	৫০	শেখ রকি আলি	৪৩৫	II
২৭	বি ০৪	১১	রিত্বিক চ্যাটার্জী	৪৩৩	II
২৮	বি ০১	১২	অনির্বাণ চৌধুরী	৪৩২	II
২৯	এ ৪২	১৬	প্রিয়াশা দোলুই	৪৩১	II
৩০	এ ৪৮	১০	অয়ন চক্রবর্তী	৪১৯	II
৩১	বি ০৬	৬	তিয়াশা বিষয়ী	৪১৯	II
৩২	এ ২৩	২৫	জাহির আলম কারিকর	৪১৪	II
৩৩	এ ৪৭	৫৪ এন	তরুণ মান্না	৪০৩	II
৩৪	এ ১০	১৮	সায়ন ঘোষ	৩৮৬	II
৩৫	এ ২৭	৫৬ এন	অনিশ রহমান খান	৩৮৩	II
৩৬	এ ৩২	৪০	সঞ্জয় প্রামাণিক	৩৮০	II
৩৭	এ ৭১	৬০ এন	অয়ন কুমার ব্যানার্জী	৩৬৫	II
৩৮	বি ১৯	৩৮	সুমন পাল	৩৫৫	II

GRANTHAGAR

Vol. 73 No - 3 Editor : Goutam Goswami Asst. editor : Shamik Burman Roy June, 2023

ENGLISH ABSTRACTS

by Saikat Kr. Giri

➢ **Mass convention (Editorial), p.3-4**

It intimates the holding of mass convention on 24th June, 2023 organised by BLA together with other library organisations over the issues related to library--closure of many more libraries, stagnant of recruitment, loss of resources, disparity of pay-scale etc. From a press meet, it has emphasized on the need of immediate recruitment to run the libraries of all levels smoothly. Contextually, it has also appealed towards print and digital media to create public opinion against such prevalent crisis in order to develop education and library in the state.

➢ **Creator of reader by Shib Sankar Maity, p.5-6**

There is a need to develop library minded society. In the context, the paper deals with a compact discussion on how to make a good reader from the school level by the well understanding of trio-Head/Principal, Authoritarian and surely Librarian. It concludes putting some suggestions in the form of proposal in order to promote passion for books and library.

➢ **Kolkata tram library: memory of 150 years and binding with new era by Biplob Kumar Chandra, p.7-9**

With the joint efforts of West Bengal Tram Transport Corporation and Apeejay Ananda Children's Library introduces Tram Library Services in the city on September 30, 2020 with the capacity of 32 seats run from Shyambazar to Dharmatala touching about 30 stoppages in order to meet readers' quest for information and knowledge. While tracing the world history of movable tram library, the narrator puts forth the library's services along with future proposal to mark the heritage of tram services in Kolkata as old as 150 years.

➢ **Recent language model Chat GPT by Nantu Acharya, p.10-16**

ChatGPT has the ability to generate text in a wide range of styles and topics and can answer questions, summarise long documents, generate creative writings, and perform other language tasks. In the context, the present paper explores what ChatGPT is, its advantages, application, use and limitation.

➢ **Library Day, 2022**

The Library Day 2022 is celebrated on December 20, 2023 at the Bidhannagar Bhavan, Salt Lake Campus, Kolkata carried with a panel discussion on the present crisis in the library profession with the participation of some eminent persons. On the occasion, 11 library pioneers have been felicitated by the Association for their distinguished contributions towards library movement in this ceremony.

➢ **Library workers News. P.29**

- Birth Bicentenary Celebration of Michael Madhusudan Dutt was

organised on January 25, 2023 with the auspicious efforts of Paschimbanga Ganatantrik Lekhak Shilpi Sangha and WBPLEA, Burdwan District Committee (East). Reported by Basudeb Paul

- Condolence Meeting of Prof. Salil Bhattacharya was held on February 12, 2023 with the collective cooperation of Cultural Association 'Manan', WBPLEA and Ganatantrik Lekhak Shilpi Sangha, Burdwan District Committee (East). Reported by Basudeb Paul
- Poet Jibanananda Das was remembered with deep reverence with songs, poems and thoughtful discourses.
- Literary reading event at the seminar hall of Uday Chand District Library was jointly organised on March 26, 2023 by the auspicious efforts of WBPLEA and BLA, Burdwan District Committee (East). Reported by Basudeb paul
- Deputation demanding solutions to the problems related to library was placed on March 17, 2023 by WBPLEA to the concerned DLO. Reported by Basudeb Paul

➢ **Obituaries, p.9, p16, p.21, p.30**

- **Ajoy Kumar Ghosh**, ex-editor of Granthagar and teacher of BLA, passed away on May 28, 2023. His protesting voice against injustice was ever awake. Apart from this he was actively engaged with West Bengal Library Movement. In his death the Association had lost a faithful worker in the library movement.
- **Supriya Chakraborty,** ex-librarian of Naihati Bankim Library, passed away on June 8. 2023. Condolences were extended by the Association to his bereaved family and kith and kin.
- **Pinakinath Mukhopadhyay**, ex-professor of RBU, Department of LIS, passed away on June 8, 2023.The Association conveyed sincere condolence to the bereaved family.
- **Ajit Kumar Patra (75),** ex-librarian of Brahmha Bandhab Library and Mahesh Public Library, passed away after a cardiac arrest on June 9, 2023. The Association conveyed sincere condolence to the members of his bereaved family.
- **Errata. p.9**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা
এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। ১৯৮৯।
  মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা
- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা
- **ড: বিমলকান্তি সেন**
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ :
  ইংরেজি - বাংলা; - ২য় সংস্করণ, ২০১৩।
  মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী :
  ১৯১৫-১৯৩০, ১৯৯৪।
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Ohdedar, A. K.**
  Research methodology, 1993.
  Price : Rs. 125.00
- **Ohdedar, A. K.**
  Book Classification - 1994
  Price : Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative Volume, 1998.
  Price : Rs. 200.00
- **প্রবীর রায়চৌধুরী ও গ্রন্থাগার আন্দোলন।**
  গৌতম গোস্বামী সম্পাদিত;
  সহ-সম্পাদক-জয়দীপ চন্দ, ২০১১
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী ১৩৫৮-১৪২৮ ● সঙ্কলক ঃ অসিতাভ দাশ ও স্বগুণা দত্ত ● মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

২. গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ● বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ● ১৯৩১-১৯৪৭ ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৩. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● সূচিকরণ ● সম্পাদনা ঃ প্রবীর রায় চৌধুরী ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা ● ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ ● অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৫. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি ● দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৬. রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ● গ্রন্থাগার সামগ্রির সংরক্ষণ ● মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

৭. ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার ● পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগারপরিষদ ● মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

৮. রামকৃষ্ণ সাহা ● বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ ● মূল্য ঃ ১২০০.০০ টাকা

৯. **Memorandum of Bengal Library Association ● Price : Rs. 10.00**

১০. **Ohdedar, A. K. The Growth of the library in modern India : 1498-1836 ● Edited by Arjun Dasgupta ● Associate editor : Dr. Krishnapada Majumder, 2019 ● Price : Rs. 300.00**

১১. **Bandopadhyay, Ratna ● Evolution of Resource description ● Price : Rs. 380.00**

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY
ENGLISH CALENDAR MONTH

Postal Registration No : KOLRMS/83/2022-2024
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 73 No. 12 Editor : Goutam Goswami Asst. editor : Shamik Burman Roy March, 2024

CONTENTS

	Page
Recruitment of Librarian (Editorial)	3
Ballari Bandopadhyay	4
Reminiscence of Friend Ajoy	
Joydeep Chanda	7
Some talks about construction of Bengali Cataloguing Code	
Council meeting, 6th November, 2022	12
Council meeting, 7th May, 2023	19
Association News	23
Library News	23
Library Workers' News	24
Submission of memorandum to the Principal, West Bengal School Service commission on 19.2.2024 regarding recruitment of school Librarian in Higher Secondary School	25
Result of Certificate Course in Library Science examination, 2023	27
English Abstract (Vol. 73, No. 3, June 2023)	29

Printed & Published by Goutam Goswami for **Bengal Library Association.** Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 8276032102. E-mail : blacal.org@gmail.com, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World,** P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor :* **Goutam Goswami 8334043952 (M)**